হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

# আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

৩১শে মার্চ্চ, ১৯৩৮ | অষ্টম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

(কাদিয়ান)

## 'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে সেই বিজয় লাভ করিবে, এবং যে অমান্য করিবে সেই পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে, এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | মাসে দুইবার | প্রতি সংখ্যা ৵০

# প্রবন্ধসূচী


১। দোয়া ... ... ... ১২৭ পৃঃ
২। খেলাফত জুবিলি ফাণ্ড ... ১২৮ ,,
আহমদীয়া আঞ্জোমনসমূহের নূতন কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনের ঘোষণা ... ... ১২৮ ,,
৩। হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) অমৃত বাণী ১২৯—৩০ ,,
৪। সফলতা লাভের উপায়—ইসলামিক নীতি অবলম্বন ... ... ১৩১—৩৫ ,,
৫। খোদাতা'লার 'আরশ' বা সিংহাসন ১৩৬—৩৭ ,,
৬। প্রকৃত একীন ... ... ১৩৮ ,,
৭। ইসলামে নারী ... ... ১৩৯—৪২ ,,
৮। পিসিমা ও ভবিষ্যদ্বাণী ... ১৪৩—৪৪ ,,
৯। আহমদীয়া আঞ্জোমন সমূহের নূতন কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনের নিয়ম ... ... ১৪৫—৪৬ ,,
১০। জগৎ আমাদের :— ... ১৪৭—৪৮ ,,
বিদেশীয় সংবাদ :—আমেরিকা, লণ্ডন, জাভা
দেশীয় সংবাদ :—কাদিয়ান শরীফ, প্রাদেশিক আমীর, প্রচার কার্য্য, ঢাকা দারুৎ-তবলীগ, মাসিক রিপোর্ট, প্রাপ্তি সংবাদ, হজ্ব যাত্রীর প্রত্যাবর্ত্তন, জেনারেল সেক্রেটারী মহোদয়ের কলিকাতা গমন।


## কাশ্মির ফাণ্ড

বঙ্গীয় আহ্‌মদীয়া জমাতসমূহ ও আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, ইদানিং জনাব নাজের বয়তুল-মাল মহোদয়ের পক্ষ হইতে কাশ্মির ফাণ্ডের চাঁদার জন্য বড় জোর তাগিদ আসিয়াছে এবং মাসিক চাঁদা ও অসিয়তের চাঁদার অনুপাতে কাশ্মির ফাণ্ডের চাঁদা চাহিয়াছেন। গত মাসের আমাদের প্রেরিত ১৫৫।/৯ পাই মাসিক চাঁদার অনুপাতে কাশ্মির চাঁদা ১২৸৶০ এবং আমাদের প্রেরিত ১৫১৲ টাকা অসিয়তের চাঁদার অনুপাতে কাশ্মির চাঁদা ৭৸৯—মোট কাশ্মির চাঁদা ২০৸৯ মধ্যে আমাদের আদায় ২।/৬ পাই বাদে ১৮।৵৩ পাই গত মাসের কাশ্মির চাঁদা বাবৎ দাবী করিয়াছেন। অতএব প্রত্যেক অসিয়ত বা সাধারণ মাসিক চাঁদা-দাতা ভ্রাতা ভগ্নিগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা এখন হইতে এবিষয়ে তৎপর হইবেন এবং নিজ নিজ অসিয়ত বা মাসিক চাঁদার অনুপাতে কাশ্মির চাঁদাও সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করিবেন। এই চাঁদার হার আয়ের টাকা প্রতি এক পাই নির্দ্ধারিত আছে।

এসম্বন্ধে হজরত খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানি ( আইঃ ) বলিয়াছেন—

"'আহ্‌মদীয়া জমাতসমূহের সেইকাল পর্য্যন্ত রীতিমত মাসিক আয়ের টাকা প্রতি এক পাই হিসাবে কাশ্মির চাঁদা প্রদান করা উচিত, যে পর্য্যন্ত ইহা বন্ধ করিবার জন্য কোন ঘোষণ করা না হয়।"

সুতরাং কাজ যেহেতু এখানো জারি আছে এবং হুজুরের ( আইঃ) তরফ হইতে ইহা বন্ধ হওয়ার কোন ঘোষণা আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, অতএব প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতাভগ্নীর রীতীমত এই চাঁদা দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক জমাতের আমীর, প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণ আগামী জুমার দিবস এ সম্বন্ধে জমাতে ঘোষণা করিয়া দিবেন এবং যাহাদের নিকট এ বৎসরের কাশ্মিরের চাঁদা বাকী আছে তাহা আদায় করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়া

# আহ্‌মদী

অষ্টম বর্ষ | ৩১ মার্চ্চ, ১৯৩৮ | পঞ্চম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

## দোয়া *

”ربنا اغفرلنا ذنوبنا وادفع بلایانا وکروبنا
من کل هم قلوبنا وکفل خطوبنا وکن معنا حیثما کنا
یا محبوبنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا انا
توکلنا علیک وفوضنا الامر الیک انت مولنا فی
الدنیا والاخرة وانت ارحم الراحمین—امین
یارب العالمین“ *

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) স্বকৃত উর্দ্দু অনুবাদ—

اے همارے رب همارے گناهون کو بخش-
همارے مصیبتون اور دکهون کو هم سے دور فرما-
همین اپنے دل کے هرغم سے نجات دے-اور
همارے تمام کامون کا اپ متکفل هو-اے همارے
محبوب تو همارے ساتھ هو جهان کهین هم هو-
همارے عیبون کی پرده پوشی فرما - اور
هماری گهبراهٹون کو امن سے بدلدے - اے
همارے رب هم تجهی پر توکل کرتے هین - اور
اپنا تمام معاملة تیرے سپرد کرتے هیں - تو هی
همارا مولا هے دنیا اور اخرت مین - اور تو
تمام رحم کرنے والون سے زیاده رحم کرنے
والا هے—

বঙ্গানুবাদ—হে আমাদের প্রভো! আমাদের যাবতীয় 'গোনাহ' মার্জ্জনা কর। আমাদের বিপদ ও দুঃখসমূহ দূরীভূত কর। আমাদিগকে আমাদের অন্তরের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হইতে মুক্তি দান কর; এবং তুমি স্বয়ং আমাদের সকল কার্য্যের রক্ষক হও। হে আমাদের প্রেমাস্পদ, আমরা যেখানেই থাকি, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকিও। আমাদের ত্রুটিসমূহ বিদূরীত কর, এবং আমাদের সকল অশান্তিকে শান্তিতে পরিণত কর। হে আমাদের প্রভো, আমরা তোমাতেই ভরসা করিতেছি এবং আমাদের যাবতীয় কার্য্য তোমাতেই সপর্দ্দ করিতেছি। ইহকালে এবং পরকালে তুমিই আমাদের 'মাওলা' (পরম বন্ধু), এবং তুমি সকল দয়াবান হইতে অধিকতম দয়াবান।

* হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) প্রণীত তোহ্ফায়ে গোলরবিয়া গ্রন্থের ২য় সংস্করণের ৯১ পৃষ্ঠা হইতে এই দোয়াটি তদীয় স্বকৃত উর্দ্দু অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করতঃ বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করা গেল। সঃ আঃ

# খেলাফত জুবিলী ফাণ্ড

## আহ্‌মদীয়া জমাত সমূহের দায়িত্ব

খেলাফত জুবিলী ফাণ্ডের জন্য ন্যূনতম তিন লক্ষ টাকা চাওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে এক লক্ষ টাকা আহ্‌মদী জমাতের এমন বিশিষ্ট লোকগণ আদায় করিবেন যাঁহারা অন্ততঃ এক হাজার টাকা এই ফাণ্ডে চাঁদা আদায় করিতে পারেন এবং বাকী দুই লক্ষ টাকা সমগ্র আহ্‌মদী জমাত আদায় করিবে। এই টাকা ১৯৩৯ ইং সনের মার্চ্চ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করিতে হইবে। অতএব ইহা সংগ্রহ করার জন্য অসাধারণ প্রচেষ্টা আবশ্যক। সর্ব্ব প্রথম প্রতিশ্রুতি দাতাগণের এক লিষ্ট প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর নাজের বয়তুল-মালের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং ইহার এক কপি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে পাঠাইতে হইবে। জমাতের স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে ওয়াদা গ্রহণ করিতে হইবে এবং কেহই যেন এই লিষ্ট হইতে বাদ না পড়ে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অতঃপর পূর্ণ চেষ্টা ও শৃঙ্খলার সহিত এই প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করিতে হইবে যেন আগামী ১৯৩৯ সনের মার্চ্চ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে এই টাকা শুকরানা স্বরূপ হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) খেদ্‌মতে পেশ করা যায়।

আশা করি বাঙ্গালার প্রত্যেক আহমদী জমাত ও বন্ধু এবিষয়ে তৎপর হইবেন এবং সত্বর আপন আপন প্রতিশ্রুতি অত্র আফিসে প্রেরণ করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ ; ঢাকা।

---

# আহমদীয়া আঞ্জোমনসমূহের নূতন কর্ম্ম-কর্ত্তা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ঘোষণা

সদর আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার প্রধান 'নাজের'—নাজের-আলা মহোদয়—মোকামী আঞ্জোমানসমূহের নূতন কর্ম্ম-কর্ত্তা নির্ব্বাচনের জন্য নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা করিয়াছেন ঃ—

"মোকামী আঞ্জোমন-আহ্‌মদীয়ার বর্ত্তমান কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের কর্ম্ম-কালের মেয়াদ আগামী ৩০ শে এপ্রিল, ১৯৩৮, তারিখ শেষ হইবে। এখন নূতন নির্ব্বাচন আবশ্যক। এই নির্ব্বাচন আগামী তিন বৎসরের জন্য—অর্থাৎ, ১৯৩৮ সনের ১লা মে হইতে ১৯৩৯ সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত কালের জন্য হইবে। ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৮, তারিখ মধ্যে এই নির্ব্বাচন-লিষ্ট মঞ্জুরীর জন্য 'নেজারত আলীয়ার' নিকট পৌঁছা আবশ্যক।"

বঙ্গীয় আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনসমূহের আমীর, প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী সাহেবান ও অন্যান্য মেম্বরগণ সত্বর এবিষয়ে তৎপর হউন এবং নিজ নিজ আঞ্জোমনের কর্ম্ম-কর্ত্তা নির্ব্বাচন করিয়া জনাব নাজের-আলা' সাহেবের খেদমতে প্রেরণ করুন এবং নির্ব্বাচনের এক কপি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার আফিসে প্রেরণ করুন। নির্ব্বাচন সময়ে কতিপয় জরুরী সর্ত্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সর্ত্তসমূহ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া

# হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) অমৃত বাণী

( ১ )

## আল্লাহ্‌-প্রাপ্ত মানবের লক্ষণ

খোদাতা'লার সহিত যাঁহারা প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক রাখেন, তাঁহারা কেবল ভবিষ্যদ্বাণী পর্য্যন্তই নিজেদের 'কামালাত' ( আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্ণতা ) সীমাবদ্ধ রাখেন না। তাঁহাদের প্রতি সত্য তত্ত্ব ও ঐশী জ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, তাঁহাদিগকে শরীয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ধর্ম্মের সত্যতা সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর প্রমাণাদি দান করা হয়। তাঁহাদের হৃদয়ে কোরানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং ঐশী গ্রন্থের জ্ঞান-মাধুর্য্য প্রকাশ করা হয়; এবং তাঁহারা সেই সকল অসাধারণ রহস্য এবং স্বর্গীয় জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হন যাহা কোন কার্য্য-ফল ব্যতিরেকে, শুধু দান-স্বরূপ প্রেমিকগণ লাভ করিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদের হৃদয়ে বিশেষ প্রেম প্রদান করা হয়; এবং হজরত ইব্রাহীমের ন্যায় নিষ্ঠা ও পবিত্রতা তাঁহাদিগকে দান করা হয়। তাঁহাদের হৃদয়োপরি 'রুহুল্‌-কুদ্‌স্‌' বা পবিত্রাত্মার ছায়া বিদ্যমান থাকে। তাঁহারা খোদাতা'লার হইয়া যান এবং খোদাতা'লা তাঁহাদের হইয়া যান। তাঁহাদের প্রার্থনা অসাধারণ ভাবে ফল প্রদর্শন করে। তাঁহাদের জন্য খোদাতা'লা 'গয়রত' ( আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ ) প্রদর্শন করেন। তাঁহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদি-গণের উপর জয় লাভ করেন। তাঁহাদের চেহারায় ঐশী প্রেমের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত থাকে। তাঁহাদের গৃহ-দ্বার ও প্রাচীরে খোদাতা'লার 'রহমত' বর্ষিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের জন্য খোদাতা'লা সেই বাঘিনীর চেয়েও অধিক কোপ প্রকাশ করেন, যাহার শাবককে কেহ ছিনাইয়া নিতে চায়। তাঁহারা 'গোনাহ' হইতে নিষ্পাপ, শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ এবং শিক্ষার ত্রুটী হইতে পবিত্র থাকেন। তাঁহারা স্বর্গের বাদশাহ্‌ হন; খোদাতা'লা বিস্ময়করভাবে তাঁহাদের 'দোয়া' শ্রবণ করেন এবং আশ্চর্য্যরূপে সেই দোয়ার 'কবুলীয়ত' প্রকাশ করেন। সমসাময়িক বাদ্‌শাহ্‌ তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হন। গৌরবান্বিত খোদাতা'লার শিবির তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক প্রকার ঐশী-প্রভাব তাঁহাদিগকে প্রদান করা হয় এবং রাজ-সুলভ 'এস্তেগ্‌না' বা সম্পদের ভাব তাঁহাদের চেহারা হইতে প্রকাশিত হয়। তাঁহারা দুনিয়াকে এবং দুনিয়ার লোককে মৃত কীট অপেক্ষাও নগণ্য মনে করেন। তাঁহারা কেবল এক জনকেই জানেন এবং সেই এক জনের ভয়ে প্রতি মুহূর্ত্ত বিগলিত-চিত্ত থাকেন। দুনিয়া তাঁহাদের পদতলে লুটাইয়া পড়ে—যেন খোদাতা'লা মানব-বেশ পরিধান করিয়া প্রকাশিত হন। তাঁহারা দুনিয়ার 'নুর' (জ্যোতিঃ) এবং এই অস্থায়ী জগতের স্তম্ভ স্বরূপ। তাঁহারাই প্রকৃত শান্তি স্থাপনকারী যুবরাজ এবং আঁধার অপসারিত করিবার ভাস্কর। তাঁহারা লুক্কায়িত হইতে লুক্কায়িত এবং অজ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত থাকেন। খোদাতা'লা ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না এবং তাহারা ভিন্ন অন্য কেহই খোদাতা'লাকে চিনিতে পারে না। তাঁহারা খোদা নহেন, কিন্তু ইহাও বলা যায় না যে, তাঁহারা খোদাতা'লা হইতে পৃথক। তাঁহারা চিরঞ্জীব নহেন, কিন্তু একথাও বলা যায় না যে, তাঁহারা কখনো মৃত্যু প্রাপ্ত হন। ( তোহ্‌ফায়ে-গোলরিয়া, পৃঃ ৬৯, ৭০ )

( ২ )

## নবীর প্রতি অবতীর্ণ ঐশীবাণীর সত্যতার প্রমাণ

হে আমার 'কৌম' (জাতি)! খোদাতা'লা তোমাদের প্রতি কৃপা করুন, খোদাতা'লা তোমাদের চক্ষু উন্মুক্ত করুন! 'একীন' ( দৃঢ়-বিশ্বাস ) কর, আমি মিথ্যা ঐশীবাণীর দাবীকারী নহি। খোদাতা'লার সমস্ত পবিত্র কেতাব এই সাক্ষ্য দেয় যে, এইরূপ মিথ্যা দাবীকারক সত্বর ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। সত্যবাদীর ন্যায়··· তাহার কখনো দীর্ঘ জীবন লাভ হয় না। আমাদের নবী (সাঃ) সকল লোকের বাদ্‌শাহ। তিনি তেইশ বৎসর যাবৎ ঐশীবাণী লাভ করেন। এই (তেইশ বৎসরের) জীবন-লাভ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সত্যবাদীর পরিচায়ক। যে ব্যক্তি কোন মিথ্যাদাবীকারীকে এই পবিত্র মাপ-কাঠির সমকক্ষ করে তাহার উপর খোদাতা'লার, তাঁহার ফেরেস্তার এবং পবিত্র বান্দাগণের শত সহস্র 'লানত' ( অভিশাপ ) বর্ষিত হউক! যদি কোরান করীমে لو تقول 'আয়েত' অবতীর্ণ নাও হইত এবং খোদাতা'লার সমস্ত পবিত্র নবিগণ যদি একথা নাও বলিতেন যে, মিথ্যাবাদিগণ সত্যবাদিগণের সমপরিমাণ ঐশীবাণীময় জীবন লাভ করিতে পারে না—তথাপি একজন প্রকৃত মোসলমানের সেই প্রেম যাহা নবী করীমের

(সাঃ) প্রতি থাকা উচিত, কখনো তাহাকে ঈদৃশ অসাবধানতা এবং বে-আদবীর কথা মুখে উচ্চারণ করিতে অনুমতি দিত না যে, আঁ-হজরতকে (সাঃ) 'ওহীয়ে-নবুওতের' (নবুওত-মূলক ঐশীবাণীর) যে মাপকাঠি—অর্থাৎ, তেইশ বর্ষীয় জীবন—দান করা হইয়াছে, তাহা কোন মিথ্যাবাদীও লাভ করিতে পারে। অধিকন্তু কোরান শরীফে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, এই নবী যদি মিথ্যাবাদী হইত, তবে 'ওহী'পূর্ণ জীবনের এই মাপকাঠি কখনো প্রাপ্ত হইত না। তৌরিত এবং ইঞ্জিলও এই সাক্ষ্যই প্রদান করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইহা কিরূপ ইসলাম এবং ইহারা কিরূপ মোসলমান যে, কেবল আমার প্রতি হিংসা বশতঃ এই সমুদয় সাক্ষ্যকে ঘৃণ্য বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করিল এবং খোদাতা'লার পবিত্র বাণীর কোনই পরওয়া করিল না! আমি বুঝিতে পারি না, ইহা তাহাদের কেমন ইমানদারী যে, যে প্রমাণই পেশ করা হয় তাহাই ইহারা উপেক্ষা করে এবং যে সকল আপত্তি শত শত বার খণ্ডন করা হইয়াছে তাহাই পুনঃ পুনঃ পেশ করে। (জমীমা আরবাইন, নং ৩, ৪, পৃঃ ১, ২)

(৩)

## ইসলাম সেবায় বদ্ধ পরিকর হও

প্রত্যেক মোসলমানের খেদমতে আমার এই উপদেশ যে, ইসলামের সেবাকল্পে জাগ্রত হও, কারণ ইসলাম বড়ই বিপদাপন্ন। ইহাকে সাহায্য কর, কারণ ইহা এখন দরিদ্র। আমি এই জন্যই (অর্থাৎ ইসলামের সেবা কল্পেই—সঃ আঃ) আবির্ভূত হইয়াছি। খোদাতা'লা আমাকে কোরানের জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং স্বীয় কেতাবের তত্ত্বসমূহ আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন এবং আমাকে অলৌকিক নিদর্শন প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আমার নিকট আস, যেন তোমরাও এই আশীষসমূহ লাভ করিতে পার। যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ সেই অস্তিত্বের 'কসম' (প্রতিজ্ঞা) করিয়া আমি বলিতেছি যে, আমি খোদাতা'লার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছি। এই মহা-বিপদ-সঙ্কুল শতাব্দীর শীর্ষভাগে যখন বিপদ প্রকাশ্যভাবে দেখা দিয়াছে, এই সময়ে কি প্রকাশ্য দাবী সহকারে কোন মোজাদ্দেদের আবির্ভাব আবশ্যক ছিল না? সুতরাং শীঘ্রই আমার কার্য্য দ্বারা তোমরা আমার পরিচয় পাইবে। খোদাতা'লার তরফ হইতে যিনিই আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারই সময়কার আলেমগণের (পণ্ডিতগণের) অজ্ঞতা তাঁহার পথের প্রতিবন্ধক হইয়াছে। পরিণামে তিনি তাঁহার কার্য্য দ্বারাই পরিচিত হইয়াছেন, কারণ মিষ্ট ফল তিক্ত বৃক্ষে উৎপাদিত হইতে পারে না, এবং খোদাতা'লা তাঁহার বিশিষ্ট বান্দাগণকে যে সকল 'বরকত' (আশীষ) দান করেন, অপরকে তাহা দান করেন না। হে ভ্রাতাগণ! ইসলাম বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে শত্রুগণ ইহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং তিন সহস্রাধিক 'এতেরাজ' (দোষারোপ) ইহার প্রতি করা হইয়াছে। এরূপ বিপদের সময় সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া স্বীয় ইমানের পরিচয় দাও এবং সাধু পুরুষের শ্রেণীভুক্ত হও।

(বরকাতুদ্দোয়া, পৃঃ ৩১)

(৪)

## কোরান করীমের কতিপয় তত্ত্ব

(ক) কোন গ্রামে এক শত গৃহ ছিল; মাত্র একটি গৃহে প্রদীপ জ্বলিতে ছিল। অন্যেরা তাহা জানিতে পারিয়া নিজ নিজ প্রদীপ নিয়া আসিল এবং সকলে ঐ প্রদীপ হইতে নিজ নিজ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিল। এইরূপে একই আলো যথেষ্ট হইতে পারে। ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়া খোদাতা'লা বলিতেছেন—

وداعيا الى الله وسراجا

(খ) ঐশ্বর্য্যের উপর মানুষের অধিকার হওয়া দূরের কথা, মানুষের ত নিজ প্রাণের উপরই কোন অধিকার নাই। চামচ যদিও বারম্বার শরবতে পতিত হয় তথাপি উহা শরবতের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। হস্তের সাহায্যে মিষ্টান্ন মুখে পৌঁছিলেও হস্ত মিষ্টান্নের স্বাদ লাভ করিতে পারে না। তদ্রূপ খোদাতা'লা যাহাকে অনুভূতি দেন নাই, সে উপকরণ হওয়া সত্ত্বেও কোন 'ফায়দা' লাভ করিতে পারে না।

(গ) (১) ইমান বীজ স্বরূপ; (২) সৎ-কর্ম্ম বৃষ্টি স্বরূপ; (৩) 'মুজাহেদা' (সাধনা) কর্ষণ স্বরূপ যাহা শারিরীক এবং বাহ্যিক ভাবে করা হয়; (৪) 'নফ্‌স মরতাজ' (সুনিয়ন্ত্রিত আত্মা) বলিবর্দ্দ স্বরূপ; (৫) শরীয়ত ইহাকে চালাইবার যষ্টি স্বরূপ (৬) ইহাতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহা চিরস্থায়ী জীবন। (ইয়াদ্‌-দাশ্‌তে বরাহীন আহমদীয়া, পঞ্চম খণ্ড)।

# সফলতা লাভের উপায়—ইসলামিক নীতি অবলম্বন *

## কর্ম্মচারীদিগের নির্দ্ধারিত বেতন হওয়া নবীর জামাতের পদ্ধতি নহে, বরং পাশ্চাত্যানুকরণ

হজরত আমীরুল মোমেনীন্ খলিফাতুল্ মসিহ্ সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

প্রত্যেক কার্য্যের জন্যই একটি নির্দ্ধারিত পন্থা আছে। সেই পন্থা অনুসারে চলিলেই সফলতা লাভ হয়। সেই পন্থা অবলম্বন না করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় কানুনের বিরুদ্ধাচরণ করে সে নিজকে অপরাধী সাব্যস্ত করে, এবং অপরাধী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গীয় সাহায্যের প্রত্যাশা করা কেবল অজ্ঞতার পরিচায়কই নহে, বরং শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।

যখনই কোন জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতন হয়, তখন সেই জাতির মধ্যে এরূপ লোকের সৃষ্টি হয় যাহারা খোদাতা'লাকে এবং তাঁহার শরীয়তকে আপন অন্যায় কার্য্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে ব্যবহার করে। দৃষ্টান্তস্থলে, বর্ত্তমান মোসলমানদের মধ্যে তাহাদের এই অধঃপতনের সময় এরূপ লোক আছে, যাহারা চুরিকার্য্যে সফলতার লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় পীর ও বুজর্গগণের নিকট 'তাবিজ' আনিতে যায়; এবং এরূপ তথা-কথিত পীরও আছে যাহারা কয়েক আনা বা কয়েকটি টাকা লইয়া অতি আগ্রহ সহকারে এরূপ 'তাবিজ' লিখিয়া দেয়। এই তাবিজের উদ্দেশ্য—চুরি করিয়া ধরা না পড়া এবং চুরি কার্য্যে সফলতা লাভ করা—অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তা'লাকে যেন তাহারা—নাউজুবিল্লাহ্—চোরের সর্দ্দার সাব্যস্ত করে। এরূপ আরো বহু অন্যায় কার্য্য আছে যে জন্য চোর বদমায়েসগণ পীরদের নিকট তাবিজের জন্য যায়, এবং পীর সাহেবগণও কয়েকটি টাকা লইয়া এরূপ তাবিজ লিখিয়া দেন। ইহা জাতির অধঃপতনের লক্ষণ। কোন উন্নতিশীল জাতি এরূপ আহ্‌মকের কার্য্য কখনো করিবে না।

বস্তুতঃ, প্রত্যেক কার্য্যেই সিদ্ধি-লাভের একটি নির্দ্ধারিত পন্থা আছে। ইহার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াই আল্লাহ্‌তা'লা কোরান শরীফে ফরমাইয়াছেন—'তোমরা গৃহদ্বার দ্বারা গৃহে প্রবেশ কর,—অর্থাৎ, কার্য্য সিদ্ধির জন্য নির্দ্ধারিত পথ অবলম্বন কর। গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বার নির্দ্ধারিত থাকে। কেহ যদি দ্বার দ্বারা প্রবেশ না করিয়া দেওয়ালের উপর দিয়া, বা সিঁধ কাটিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে চায় তবে পুলিশ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। নিজ গৃহেও যদি কেহ এরূপ ভাবে প্রবেশ করে তবে লোকে তাহাকে পাগল বা আহ্‌মক বলিবে। .....তদ্রূপ কেহ যদি নিজ রুটিই মুখ দ্বারা ভক্ষণ না করিয়া নাসিকা দ্বারা ভক্ষণ করিতে চায়, বা জল সোজা ভাবে পান না করিয়া কুকুরের ন্যায় চাটিতে থাকে, বা গ্লাসের নীচে দিয়া ছিদ্র করিয়া জল পান করিতে চায়, তবে লোক তাহাকে 'বেকুফ' ও আহমকই বলিবে। তদ্রূপ যদি কেহ নিজ পায়জামা পায়ে না পরিয়া গাত্রে পরে, এবং নিজ সার্ট গাত্রে না পরিয়া পায়ে পরে, তবে লোক তাহাকে বেকুফই বলিবে। আর অন্যের দ্রব্য যদি কেহ এরূপ গর্হিতরূপে ব্যবহার করে, তবে লোক তাহাকে আহমকও বলিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্বৃত্তও বলিবে।

আমাদের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ—এগুলি সব আল্লাহতা'লার দান; এগুলি আমাদের নিজের বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি খোদাতা'লার। তদ্রূপ আমাদের অর্থ, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা—ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু বাহ্যতঃ আমাদের অধিকারে হইলেও ইহাদের প্রকৃত অধিকারী খোদাতা'লা। এই সবগুলিই খোদাতা'লার দান, এবং ইহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে খোদাতা'লা কতিপয় কানুন এবং সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া জানাইয়াছেন যে, এই নির্দ্ধারিত সীমার ভিতর থাকিয়া এগুলি নিজেদের জন্য, এবং ধর্ম্ম-সেবায় ও মানব জাতির হিতার্থে ব্যবহার করা উচিত।

খোদাতালার তরফ হইতে যখন কোন মহা-পুরুষ আসেন তখন দুনিয়ার কতিপয় লোক তাঁহাকে স্বীকার করে, আবার কতিপয় লোক তাহাকে স্বীকার করে না। যাহারা

* হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহর্ (আইঃ) খোৎবার সারমর্ম্ম—সঃ আঃ

খোদাতা'লার 'মামুর' বা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদিগকে গ্রহণ করে না, তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যাহার নিকট কেহ কোন বস্তু আমানত রাখিয়া তাহা ফেরত চাহিলে সে তাহা ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করে। কতিপয় লোক এরূপও আছেন, যাহারা খোদাতা'লার 'মামুরের' হস্তে 'বয়েত' বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্বীকার করে যে, তাহারা যাহা কিছু লাভ করিয়াছে তৎসমুদয়ই, তাহাদের নিজের নয়, খোদাতা'লার; কিন্তু এই স্বীকৃতির পরও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং ধোকাবাজী করে। * * * এতদ্ব্যতীত তৃতীয় আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা খোদাতালার তরফ হইতে কোন পয়গম্বরের আবির্ভাব হইলে অগ্রসর হইয়া বলে,—'সোব্‌হানাল্লাহ্‌, আমাদের উপর আমানতের এক মহা বোঝা ছিল এবং এই আশায় ছিলাম যে, কেহ আমানত নিতে আসিলেই তাহাকে আমানত বুঝাইয়া দিয়া দায়িত্ব-মুক্ত হইব। আল্লাহ্‌তালার 'শুক্‌র্‌' যে, আপনি আসিয়াছেন।" * * * * কিন্তু যখন তাহাদের নিকট হইতে আমানত চাওয়া হয় তখন তাহারা প্রকৃত জিনিষ দেওয়ার পরিবর্ত্তে কতিপয় জঘন্য জিনিষ দিয়াই আশা করে যে, খোদাতা'লা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু খোদাতা'লা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অন্যের চেয়ে তাহাদের প্রতি অধিকতর অসন্তুষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ, ইহা কৃতকার্য্যতা লাভের পন্থা নয়। ইহা গৃহদ্বার দ্বারা ঘরে প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা নয়, বরং সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা।

* * * *

এখন আমি আমাদের জমাতের বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিতেছি যে, তাহারা প্রত্যেকে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) কিম্বা তদীয় খলিফার হস্তোপরি হস্ত রাখিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তাহাদের যাহা কিছু আছে, তাহা তাহাদের নয়, বরং খোদাতা'লার,—এবং তাহারা খোদাতা'লার ধর্ম্মের সেবায় সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিবেন, তাঁহার যাবতীয় আদেশ পালন করিবেন, ইস্‌লামকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন, নিজের এবং আত্মীয়-স্বজনের সমস্ত জীবন ইসলামের উন্নতি কল্পে উৎসর্গ করিবেন। এখন চিন্তা করুন, বাস্তবিক পক্ষে আমরা প্রত্যেকে এই আমানত আদায় করিতেছি কি না।

* * * *

নবীর জমাতের এক নির্দ্ধারিত কার্য্য-প্রণালী আছে। ইহা হইতে কেশ পরিমাণ এদিক সেদিক হইলেই সফলতা লাভ হয় না। আমি পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, যে পর্য্যন্ত আমাদের জমাত এই পন্থা অনুসারে কার্য্য না করিবে সে পর্য্যন্ত কখনো তাহারা প্রকৃত অর্থে সেলসেলার খেদমত করিতে সক্ষম হইবে না।

এখনো আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত, এবং আমাদের অধিকাংশ কার্য্য পাশ্চাত্যানুকরণে পরিচালিত। এখনো আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহে, ইসলামের নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে পারি নাই। তাহরীক জদীদ ভিন্ন সেলসেলার অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ইউরোপীয় এসোসিয়েসনের ন্যায়ই চলিতেছে। বেতনধারী কর্ম্মচারীদের এক লম্বা শৃঙ্খল রহিয়াছে, তাহাদের রীতিমত গ্রেড্‌ আছে এবং প্রত্যেক বৎসর তাহাদের প্রমোসন্‌ হয়, কিন্তু নবীদিগের জমাতে এরূপ একটি আঞ্জোমনের দৃষ্টান্তও নাই যথায় বেতনধারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল, বা তাহাদের রীতিমত গ্রেড্‌ ছিল, বা তাহারা বেতন এবং গ্রেড্‌ নিয়া পরস্পর তর্কবিতর্ক করিয়াছে। ঈদৃশ একটি দৃষ্টান্তও যদি বিদ্যমান থাকিত, তবু বলিতে পারিতাম যে এই পদ্ধতি 'মিন্‌হাজে-নবুওত' বা নবীদিগের অনুসৃত প্রথা অনুযায়ী); কিন্তু এরূপ একটি দৃষ্টান্তও যখন পরিলক্ষিত হয় না তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র ছিল, যাহা লোকদিগের অভ্যাস ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অস্থায়ীভাবে অবলম্বন করা হইয়াছিল।

নবীদিগের অনুসৃত পদ্ধতিতে বেতন ও গ্রেডের কোন কথা নাই। হজরত খালেদ বিন অলীদ (রাঃ), হজরত ওমরের (রাঃ) সময়ও সেনাধ্যক্ষ ছিলেন, হজরত আবুবকরের (রাঃ) সময়েও সেনাধ্যক্ষই ছিলেন এবং হজরত রসুল করীমের (সাঃ) সময়েও সেনাধ্যক্ষের পদেই ছিলেন। তাঁহার কার্য্যের জন্য তাহার কোন প্রমোসন লাভ হয় নাই। তাহার কার্য্যের ফলে যদি কোন সুবিধা লাভ হইয়াছে তবে তাহা তিনি নিজে ভোগ করেন নাই। কোন যুদ্ধে যদি অধিক 'গনীমত' (ধন) লাভ হইয়াছে তবে তাহা সকলের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে, প্রত্যেকেই যথেষ্ট ধন প্রাপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যদি কোন যুদ্ধে কিছুই না পাওয়া গিয়াছে তবে সকলেই বঞ্চিত রহিয়াছে, কেহই কিছু পায় নাই; বরং, যুদ্ধে যোগদান করিবার খরচও তাহাদিগকে বহন করিতে হইয়াছে।

কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ মনে করে যে, নবীদিগের জমাতের লোক 'বয়তুল-মাল' হইতে কিছুই পায় না। যদি তাহারা

কিছুই না পায়, তবে তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে কিরূপে? বস্তুতঃ, ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহারা 'বয়তুল-মাল' হইতে সাহায্য পাইত, কিন্তু কোন নির্দ্ধারিত হারে নয়। অনেক সময় যুদ্ধে যাওয়ার পরই সন্ধি হইয়া যাইত। ফলে তাহারা কিছুই পাইত না, বরং তাহাদিগকে নিজ হইতে আসা যাওয়ার খরচ ও যুদ্ধের ব্যয় বহন করিতে হইত। আবার কোন সময় যুদ্ধের ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার 'গনীমত' (ধন) তাহারা পাইতেন।

বস্তুতঃ, তাহাদের কাজের সহিত প্রতিদানের কোন সংযোগ ছিল না। কখন কখন কাজ করিয়া তাহারা কিছুই প্রতিদান পাইতেন না, আবার কখনো-বা এত অধিক পাইতেন যে, তাহা রাখিবার স্থান পাইতেন না। হজরত ওমরের (রাঃ) সময়ই কখন কখন এত অধিক ধন আসিয়াছে যে, সাহাবাগণ বলেন, তাহাদের রাখিবার স্থান ছিল না। আবার কোন সময় এরূপ হইত যে কিছু পাওয়া-ত দূরের কথা, নিজ ঘর হইতে সমস্ত খরচ বহন করিতে হইত। ইহাই নবীদিগের অনুসৃত নীতি, এবং এই নীতিই সদর আঞ্জোমনের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অগৌণে বা গৌণে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

আমি কখনো এই অভিমত পোষণ করি না যে, নবীদিগের জমাতকে কিছুই দেওয়া হইত না। কিছু দেওয়া না হইলে তাহারা খাইত কোথা হইতে। স্বয়ং রসুল করীমের (সাঃ) সময়ই এরূপ দেওয়ার প্রথা ছিল। কোরান করীমেও 'গনীমতের মাল' বিতরণ করিবার আদেশ আছে এবং বিতরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত আছে; কিন্তু বিতরণের সময় কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইত না—যুদ্ধের ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইত—অর্থাৎ, টাকা সংগৃহীত হইলে দেওয়া হইত, নতুবা কিছুই দেওয়া হইত না। কখন কখন ওজন করিয়া স্বর্ণ বিতরণ করা হইত, আবার কখনো-বা এক পয়সাও দেওয়া হইত না; কখনো-বা সাহাবাগণ নিজ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের খরচ চালাইতেন।

একবার এক যুদ্ধে যাওয়ার খরচের অভাব হইলে রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন—'তোমাদের মধ্যে কে আছে যে এই পুণ্য কার্য্য সাধন করে?" তখন হজরত ওসমান (রাঃ) শ্রবণমাত্রই উঠিয়া আপন সঞ্চিত অর্থ আনিয়া হজরত রসুল করীমের (সাঃ) খেদমতে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উপস্থিত করিলেন। তদ্রূপ আর এক সময় একটি কূপ খরিদ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। তখনও রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন,—"কে আছে যে 'সোয়াব' হাসেল করে?" তখনও হজরত উসমান (রাঃ)—"আমি আছি"—বলিয়া সেই কূপ খরিদ করতঃ মোসলমানদের জন্য তাহা উৎসর্গ করিয়া দেন। এরূপ আর একবার হজরত উসমান (রাঃ) এরূপ ভাবে 'লাব্বায়েক' বলিয়া সাড়া দিয়াছিলেন এবং এই তিন বারই হজরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছিলেন—"উসমান, তুমি 'জান্নাত' (স্বর্গ) ক্রয় করিয়া নিয়াছ।"

* * * *

বস্তুতঃ, আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে কোরবানীর আহ্বান আসে, এবং এই কোরবানীর ফলে কখনো বা কিছু লাভ হয়, কখনো-বা কিছুই লাভ হয় না। ইহাই সাহাবাগণের কার্য্যপদ্ধতি এবং আমাদিগকেও এই পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে,—কিছু লাভ হউক, বা নাই হউক,—লোকদিগকে তাহাদের নির্দ্ধারিত প্রাপ্য দিতেই হইবে। সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বর্ত্তমান পদ্ধতি এই যে,—প্রত্যেকেরই প্রাপ্য নির্দ্ধারিত আছে; চাঁদা সংগৃহীত হউক, বা নাই হউক, চাঁদা অল্পই আসুক, আর বেশীই আসুক, প্রত্যেককে তাহাদের প্রাপ্য দিতেই হইবে। ইহা 'মিন্‌হাজে-নবুওত' বা নবী-অনুসৃত নীতি নহে, ইহা 'মিন্‌হাজে-মগরেব্‌' বা পাশ্চাত্য জাতিদের অনুসৃত নীতি। পাশ্চাত্য জাতিদের অভিমত এই যে, কেহ পরিশ্রম করিলে তাহাকে মুজুরি দিতেই হইবে। কারণ, তাহাদের কাজ বান্দার সহিত এবং তাহারা পরকালের প্রতিদানের আশা রাখে না; কিন্তু আমাদের কাজ খোদাতালার সহিত এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, বান্দা যদি কোন প্রতিদান নাও দেয়, খোদাতালা আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না, তিনি আমাদিগকে পরকালে বহু পুরস্কার দান করিবেন। সুতরাং খোদাতা'লার সহিত যাহাদের সম্পর্ক তাহাদের জন্য প্রতিদানের কোন নির্দ্ধারিত সর্ত্ত থাকা সঙ্গত নহে।

মোটকথা, এখনো আমাদের অনেক কাজ নবীদিগের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী না চলিয়া পাশ্চাত্য নীতি অনুযায়ী চলিতেছে। **যে পর্য্যন্ত না আমাদের যাবতীয় কার্য্য নবী অনুসৃত নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিব না।** তদ্রূপ চাঁদাও টাকা প্রতি এক আনা, বা পাঁচ পয়সা হারে নির্দ্ধারিত হওয়া সম্পূর্ণ ভুল। হার কিছুই নির্দ্ধারিত নাই।

সেলসেলার প্রয়োজনানুসারে হার নির্দ্ধারিত হইবে। সেল্‌সেলার প্রয়োজনে যদি টাকা প্রতি এক আনা, বা পাঁচ পয়সার স্থলে সম্পূর্ণ টাকাই দেওয়ার আবশ্যক হয়, তবে সম্পূর্ণ টাকা দেওয়াই আমাদের 'ফরজ্' হইবে, আর যদি এক পয়সা দেওয়ার আবশ্যক হয়, তবে এক পয়সাই দিতে হইবে।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে,—এরূপ হইলে টাকা জমা করা যাইবে কেমন করিয়া? ইহার উত্তর এই যে, ইসলামিক গবর্ণমেণ্ট টাকা জমা করে না, এবং আমাদেরও টাকা জমা করিবার কোন অধিকার নাই। রসুল করীম (সাঃ) টাকা জমা করিতেন না; টাকা যাহা আসিত তাহা সমস্তই বিতরণ করিয়া দিতেন। একদা রসুল করীম (সাঃ) নামাজ পড়াইয়াই অতি দ্রুত গৃহে চলিয়া যান এবং অল্পক্ষণ পরই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাতে সাহাবাগণ কিছু বিস্মিত হন। তখন রসুল করীম (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌তা'লা কিছু ধন পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমি বিতরণ করিয়াছিলাম, মাত্র দুইটি 'দিনার' বাকী ছিল। তাই আমি নামাজ পড়াইয়া দ্রুত গৃহে যাইয়া তাহা বিতরণ করিয়া আসিলাম।"

বস্তুতঃ রসুল করীমের (সাঃ) হস্তে যাহা আসিত তাহাই তিনি বিতরণ করিয়া দিতেন। অবশ্য সম্মুখে কোন বিশেষ কার্য্য থাকিলে তজ্জন্য কিছু সঞ্চিত রাখিতেন—তাহাও দীর্ঘ কালের জন্য নয়। হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ), এবং অন্যান্য খলিফাগণের সময়ও এই রীতিই প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের সময়েও বিশেষ আবশ্যক ছাড়া টাকা জমা করা হইত না, এবং লোকদিগকে কোন নির্দ্ধারিত মায়নাও দেওয়া হইত না। রাজকোষে অধিক অর্থের সমাগম হইলে লোকদিগকেও অধিক অর্থ দেওয়া হইত, অল্প থাকিলে অল্প দেওয়া হইত। এই পদ্ধতি অনুসারেই তখন কাজ চলিত এবং ইহাই নবী অনুসৃত পন্থা; কিন্তু এই পন্থা তখনই অবলম্বন করা যায়, যখন কর্ম্মিগণ বলে যে, তাহারা নির্দ্ধারিত বেতন গ্রহণ করিবে না, বরং সেল্‌সেলার আয়ের অনুপাতে যাহাই তাহাদিগকে দেওয়া হইবে তাহাই তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিবে।

বস্তুতঃ, বর্ত্তমানে আমাদের অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অনেক বিষয় নবীদিগের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী পরিচালিত না হইয়া পাশ্চাত্য নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে। এগুলির পরিবর্ত্তন সাধন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, এরূপ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে আপনি এত দিন চুপ রহিলেন কেন, বা অদ্যই কেন পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছেন না? ইহার উত্তর এই যে—ইসলাম ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন সাধন করাই পছন্দ করে; দ্রুত পরিবর্ত্তন ইসলাম পছন্দ করে না।

যাহা হউক, অদ্যই হউক, আর কয়েক বৎসর পরই হউক, আমাদের যাবতীয় কার্য্য ইসলামিক নীতি অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতেই হইবে এবং নির্দ্ধারিত বেতনের পদ্ধতি উঠাইয়া সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে যাহা পূর্ণরূপে ইসলাম-অনুমোদিত। এবং ইসলামিক নীতি ইহাই যে,—কোষে যে পরিমাণে অর্থ সমাগম হয় সেই পরিমাণেই কর্ম্মিগণের মধ্যে তাহা বিতরণ করা হইবে—তাহারা অল্পই পাওক, আর বেশীই পাওক।

অবশ্য কতিপয় স্থলে আমরা এই পদ্ধতি প্রচলন করিতে পারিব না। যথা—স্কুল। এস্থলে গবর্ণমেণ্টের কতিপয় বাধা থাকা বশতঃ আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিব না, কিন্তু যে স্থলে এবং যে পরিমাণে সরকারী কানুন আমাদিগকে বাধা না দেয়, সে স্থলে আমরা এরূপ কর্ম্মী হইতেই কাজ লইব যাহারা ইসলামিক পদ্ধতি অনুযায়ী চলিতে প্রস্তুত আছে। যদি কেহ এই পদ্ধতি অনুযায়ী চলিতে প্রস্তুত না হয়, তবে তাহাকে এই বলা হইবে যে, তুমি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অন্য কোন বন্দোবস্ত করিয়া লও।

জমাতের বন্ধুগণ এবং কর্ম্মিগণ যেন এ বিষয়ে চিন্তা করিতে পারেন তজ্জন্যই আমি ইহা জমাতকে শুনাইয়া দিলাম। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, আমাদিগকে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতেই হইবে। খোদাতা'লা যদি আমাকে তৌফিক দেন, তবে আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে নবিগণের অনুসৃত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং পাশ্চাত্য নীতিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবার জন্য আমি আমার পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিব। কারণ, ইসলামিক নিয়মানুযায়ী চলিলেই আমরা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিব। পাশ্চাত্য নীতি অনুযায়ী চলিয়া আমরা কখনো কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিব না। প্রতিষ্ঠান এবং নীতির দিক দিয়া পাশ্চাত্য জাতির শিষ্য থাকিয়া যদি আমরা 'আকীদা' বা ধর্ম্মমতের দিক দিয়া তাহাদিগকে পরাজিতও করি, তবে সেই পরাজয় কিছুই নহে। পাশ্চাত্য নীতির সহিতই আমাদের শত্রুতা, পাশ্চাত্য লোকের সহিত আমাদের কোন শত্রুতা নাই। আমরা যদি পাশ্চাত্য লোককে ঘৃণা করিয়া তাহাদের কার্য্যকে ভালবাসি, তবে আমরা কেবল যে পাশ্চাত্য বেশই পরিধান করিলাম তাহা নহে, বরং ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ

করিলাম। কারণ, ইসলাম মানুষের সহিত শত্রুতা পোষণ করা পছন্দ করে না, বরং মন্দ কার্য্যের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করা পছন্দ করে। কেহ যদি সরলান্তঃকরণে 'তৌবা' করে, তবে, সে যত বড় দুশ্‌মনই হউক না কেন, আমরা তাহাকে ভাই জ্ঞান করিব। যে সকল লোক আহ্‌মদী হইতেছেন, তাহারা 'আহ্‌মদীয়তের' কঠোর শত্রু শ্রেণী হইতেই আসিতেছেন। এরূপ ভীষণ শত্রুগণও হেদায়ত প্রাপ্ত হইতেছে যে, লোক তাহাতে চমৎকৃত হইতেছে।

এরূপ কঠোর শত্রুগণও যখন 'হেদায়ত' প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষের প্রতি শত্রুতা রাখা কত অজ্ঞতার পরিচায়ক! আমি কখন কখন চমৎকৃত হইয়া বলিতাম, — হে খোদা! আমার মধ্যে কি 'গয়রতের' (আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের) অভাব আছে যে, লোকে বলে, মৌলবী সানাউল্লার প্রতি তাহাদের খুব ক্রোধ হয়, অথচ তাহার প্রতি আমার কোন রাগ হয় না! আল্লাহতা'লা সাক্ষী, ব্যক্তিগত ভাবে কাহারো প্রতি আমার 'আদাওত' নাই। অবশ্য লোকের কার্য্য আমার নিকট মন্দ বোধ হয়, এবং তাহা মিটাইবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তির প্রতি আমার শত্রুতার ভাব হয় না। সেলসেলার কঠোরতম শত্রুর প্রতিও আজ পর্য্যন্ত আমার 'আদাওত' হয় নাই। অবশ্য হৃদয় চায় যে, সেলসেলার শত্রুগণ তাহাদের ষড়যন্ত্রে অকৃতকার্য্য থাকুক, এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে হয়ত 'হেদায়ত' দান করুন নতুবা তাহাদের শক্তি বিনষ্ট করিয়া দিউন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনো তাহাদের কোন অনিষ্ট কামনা পূর্ব্বেও করিতে পারি নাই এবং এখনো করিতে পারি না।

সুতরাং মানুষকে ধ্বংস করা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ ইসলামবিরোধী 'আকীদা' ও 'তরীকা' (ধর্ম্মমত ও কার্য্যপদ্ধতি) ধ্বংস করা। যদি আমরা মানুষকে ধ্বংস করি এবং ইসলাম-বিরোধী 'আকীদা' ও 'তরীকা' স্বয়ং অবলম্বন করি, তবে আমাদের এই কাজ বাদামের শাঁস ফেলিয়া দিয়া তাহার খোসা রাখার ন্যায় হইবে। মানুষ শাঁস স্বরূপ এবং তাহাদের কাজ খোসা স্বরূপ। যাহা ফেলিয়া দেওয়া উচিত তাহা যদি আমরা রাখি, এবং যাহা রাখা উচিত তাহা যদি আমরা ফেলিয়া দেই, তবে ইহা অপেক্ষা বেকুফী আর কি হইতে পারে?

অতএব আমি আমাদের জমাতের বন্ধুগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বর্ত্তমানে যে কোরবানী করা হইতেছে তাহা যথেষ্ট নয়। **ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের উন্নতির জন্য অতি মহা কোরবানী আবশ্যক।** তদ্রূপ সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়া ও ইহার কর্ম্মকর্ত্তাগণকে জানাইতেছি যে, যে পদ্ধতিতে তাহারা চলিতেছেন তাহা নবীদিগের অনুসৃত পদ্ধতি নহে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী চলিয়া তাহারা কখনো কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবেন না। **নবিগণের অনুসৃত পন্থানুসারে চলিলেই কৃতকার্য্যতা লাভ হইবে;** এবং শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, 'মিন্‌হাজে-নবুওত' বা নবী-অনুসৃত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইবেই। কোন নবীর জমাতের 'নেজামের' কোন অংশ কখনো 'মেন্‌হাজে-নবুওতে'র বাহির থাকিতে পারে না। সুতরাং যে বিষয় বিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা কেন এখনই গ্রহণ করিয়া লওয়া হউক না। সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া যদি এই 'তরীক' অবলম্বন করে তবে শীঘ্রই আহ্‌মদীয়াত সফলতা লাভ করিবে, নতুবা বিপদ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং সেল্‌সেলার উন্নতিপথে বাধা-বিঘ্ন ঘটিতে থাকিবে।

অতএব তাহ্‌রীক জদীদের সেই অংশের প্রতি আমি আমার বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি যে,—**আমাদের শত্রুতা ইসলাম-বিরোধী মতবাদ এবং কার্য্যপদ্ধতির সহিত এবং এইগুলি বিধ্বস্ত করাই আমাদের কর্ত্তব্য।** এই গুলির কতকাংশ আমরা বিধ্বস্ত করিয়াছি, কতকাংশ বিধ্বস্ত করিতেছি এবং কতকাংশ ভবিষ্যতে করিতে হইবে। যে অংশ আমরা বিধ্বস্ত করিয়াছি তজ্জন্য আমরা খোদাতা'লার 'শুক্‌র' করিতেছি যে, তিনি আমাদিগকে তাঁহার আপন ফজলে তাহা সাধন করিবার তৌফিক দিয়াছেন। যে অংশ এখনো বাকী আছে তাহা যথা-সম্ভব সত্বর বিধ্বস্ত করিয়া আমাদের সমস্ত 'নেজাম' ইস্‌লামিক 'তরীকা' বা পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত, যেন আমাদের সেলসেলা সম্পূর্ণরূপে মেন্‌হাজে-নবুওতের রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া যায় এবং আমাদের উন্নতি-পথের যাবতীয় বিঘ্ন দূরীভূত হয়। হে খোদা! তুমি তাহাই কর! আল্লাহুম্মা আমীন!

# খোদাতা'লার 'আরশ' বা সিংহসন *

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

( ১ )

খোদাতা'লার 'কুরসি' বা সিংহাসন সম্বন্ধে এই আয়েতটি আছে,—

وسع كرسيه السموت والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم

—অর্থাৎ, "খোদার কুরসি" বা সিংহাসনের মধ্যে সমগ্র ভূ-জগৎ ও আকাশ বিরাজমান। তিনি এ সকলই 'উত্তোলন' বা 'ধারণ' করিতেছেন। এগুলির ধারণ দ্বারা তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি অতি উচ্চ, কেহ তাঁহার রহস্য ভেদ করিতে পারে না। তিনি অতি বড়, তাঁহার মহিমার সম্মুখে কোন বস্তুই কিছু নয়।"

তাঁহার 'কুরসি' বা সিংহাসন সম্বন্ধে ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা একটি রূপক উক্তি মাত্র। ইহা দ্বারা ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 'জমিন-আস্‌মান' সকলই খোদাতা'লার মুষ্টিগত ও কর্ত্তৃত্বাধীন। তাঁহার মহিমা অসীম, অনন্ত।

... ... ...অবশ্য, 'আরসের' উপর খোদাতালার استوا সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে, কোরান শরীফে আল্লাহ্-জল্লা-শানুহু বলেন,—

ان ربكم الله الذى خلق السموت والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش

—অর্থাৎ, "তোমাদের খোদা সেই খোদা, যিনি ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিবার পর আরশের উপর স্থির হইয়াছেন; অর্থাৎ, প্রথমতঃ, তিনি এ জগতের ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও আকাশস্থ দেহগুলি সৃষ্টি করেন এবং ছয় দিনে সকলই সৃজন করেন; (ছয় দিন অর্থ একটি দীর্ঘ কাল)। অতঃপর, তিনি 'আরশে' স্থির হন; অর্থাৎ, সর্ব্ব-পবিত্রতা ব্যঞ্জক 'মকাম' অবলম্বন করেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, استوا (এস্তাওয়া) শব্দের সহিত 'ছেলা' বা অব্যয় ব্যবহৃত হইলে ইহার অর্থ—'কোন বস্তু উহার উপযোগী কোন স্থানে স্থির হওয়া'; যেমন, কোরান শরীফে একটি আয়েত আছে,—

واستوى على الجودى

—অর্থাৎ, 'নূহের তরনী তুফানের পর এমন স্থানে স্থির হইল, যাহা উহার উপযোগী ছিল; অর্থাৎ, সে স্থান অবতরণের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল।'

নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা বাচক গুণ ('তানাজ্‌জুহ ও তকদ্দুসের মকাম') আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুরই লয় চায় বলিয়া ইহাতে একথার প্রতিও ইঙ্গিত আছে যে, খোদাতা'লা যেমন কোন কোন সময় তাঁহার 'খালেকীয়ত' (সৃষ্টি) বাচক গুণের প্রেরণায় বিভিন্ন সৃষ্টির উদ্ভব করেন, সেইরূপ আবার তাঁহার পবিত্রতা ও একত্বের তাড়নায় উহাদের সকলের অস্তিত্ব লয় করেন।

বস্তুতঃ, 'আরশের' উপর স্থির হওয়া পবিত্রতা-ব্যঞ্জক গুণের ('মকামে-তানাজ্‌জুহ্') প্রতি ইঙ্গিত করে, যেন এমন না হয় যে, খোদা ও সৃষ্টি পরস্পর বিমিশ্রিত বলিয়া মনে করা হয়।

সুতরাং, কিসে জানা যায় যে খোদাতা'লা 'আরশের' উপর —অর্থাৎ, সেই পরাৎপর, 'ওরা-ওল্-ওরা' মকামে—সীমাবদ্ধ বা বন্দী স্বরূপ আছেন?

কোরান শরীফে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, খোদাতা'লা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, 'হাজের নাজের'। দৃষ্টান্ত স্থলে, তিনি বলেন,—

وهو معكم اينما كنتم

অর্থাৎ, "যেখানেই তোমরা থাক, সেখানেই খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকেন।" সেইরূপ, কোরান শরীফে বলিয়াছেন,—

هو الاول والاخر والظاهر والباطن

—অর্থাৎ, "খোদা সকলের পূর্ব্বে বিদ্যমান; কিন্তু সকলের পূর্ব্বে হওয়া সত্ত্বেও তিনি সকলের শেষ। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দেদীপ্যমান; কিন্তু সকলের চেয়ে দেদীপ্যমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি সকল হইতে গুপ্ত।' তারপর বলিয়াছেন,—

الله نور السموت والارض

—অর্থাৎ, "খোদা প্রত্যেক বস্তুর জ্যোতিঃ। তাঁহারই জ্যোতিঃ প্রত্যেক বস্তুতে বিদ্যমান—সেই বস্তু স্বর্গেই অবস্থান করুক বা মর্ত্তেই অবস্থান করুক।" তারপর বলিয়াছেন,—

كان الله بكل شئ محيطا

—অর্থাৎ, "খোদা প্রত্যেক বস্তু বেষ্টন করিয়া আছেন।" তারপর বলিয়াছেন,—

ونحن اقرب اليه من حبل الوريد

---

* হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) লিখিত গ্রন্থ হইতে মৌলবী মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার আহমদী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত।

—অর্থাৎ, "আমি মানুষের জীবন-রজ্জু অপেক্ষাও তাহার সন্নিকট।" তারপর বলিয়াছেন,—

الله لا اله الا هو الحى القيوم

—অর্থাৎ, "তিনিই খোদা। তিনি ব্যতীত কোন খোদা নাই। তিনি প্রত্যেক প্রাণের প্রাণ। তিনি প্রত্যেক অস্তিত্বের আশ্রয়।"

এই আয়েতের শাব্দিক অর্থ এই যে, তিনিই জীবিত খোদা। সেই খোদাই 'কায়েম-বিজ্‌জাত'—আপনা দ্বারা আপনি স্থিত।

সুতরাং, তিনিই জীবিত, তিনিই শুধু আপনা দ্বারা আপনি স্থিত বলিয়া স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, তিনি ব্যতীত যাহারই জীবন আছে, সে তাঁহারই জীবন দ্বারা জীবিত এবং মর্ত্তে কিম্বা স্বর্গে যাহাই আছে, তাহা তাঁহারই দ্বারা স্থিত।

তারপর বলিয়াছেন,—

هو الذى فى السماء اله وفى الارض اله

—অর্থাৎ, "সেই খোদাই জমীনে আছেন এবং তিনিই আস্‌মানে আছেন।" আবার বলিয়াছেন,—

ما يكون من نجوى ثلثة الا هو رابعهم — ولا خمسة الا هو سادسهم الخ

—অর্থাৎ, "যখন তিন জন ব্যক্তি কোন গোপনীয় কথা বলে, তখন চতুর্থ জন থাকেন খোদা। যখন পাঁচ জন কথা বলে, তখন ষষ্ঠ জন তাহাদের মধ্যে খোদা বিদ্যমান থাকেন।"

এইরূপ অপরাপর বহু আয়েতে বারম্বার বলা হইয়াছে যে, খোদাতা'লা সর্ব্বত্রই 'হাজের-নাজের', বিদ্যমান। এমন কি তিনি সকল প্রাণেরই প্রাণ। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, খোদাতা'লা সৃষ্টি হইতে পৃথক নহেন। খোদা-তালা এই একটি মাত্র দিকেই ঐশী-পরিচয় ('মারফাত এলাহী') সংক্রান্ত বিষয় শেষ করিলে হিন্দুদের ন্যায় মোসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টি-পূজা আরম্ভ হইত। কারণ, এই অবস্থায়, খোদা ও সৃষ্টি মধ্যে কোন প্রভেদ চিহ্ন থাকিত না।

এই কারণেই পরিণামে বেদ দ্বারা সৃষ্টি পূজা আরম্ভ হইয়াছে। কারণ সর্ব্বত্রই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ও চন্দ্রকে, উপাস্য স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। পরিশেষে লোকেরা ইহাদিগকে খোদাই মনে করিয়াছে। ধর, অগ্নি প্রভৃতি **পরমেশ্বরেরই** নাম ছিল, কিন্তু, তাহা হইলেও, খোদাতা'লার এই যে শ্রেষ্ঠতম নাম—('ইস্‌ম-আজম')—তিনি সর্ব্ববিধ সৃষ্টি হইতে পরাৎপর (ওরা-ওল-ওরা) এবং সমগ্র সৃষ্টি হইতে মহৎ ও উচ্চ—বেদে ইহা উক্ত হয় নাই।

এই নিমিত্তই এই সমুদয় অধর্ম্ম বেদ কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে, বরং বেদ কথায় কথায় সৃষ্টি-পূজার প্রতি আকর্ষণ করে এবং খোদাতা'লাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যজুর্ব্বেদ একবিংশ অধ্যায়, উনবিংশ মন্ত্রে লিখিত আছে যে, 'পরমেশ্বর গর্ভে অবস্থান করেন এবং ভূমিষ্ট হইয়া বহু আকার ধারণ করেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেই যে পরমেশ্বর গর্ভে অবস্থান করেন তাঁহাকে সর্ব্বদিক দিয়া দেখিতে পান।'

এখন, দেখ, বেদ পরমেশ্বরকে কেমন সীমাবদ্ধ করিয়াছে! প্রত্যেক সীমাবদ্ধ বস্তুর নামে তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের বর্ণনানুসারে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু সকলই পরমেশ্বর। তারপর, ইহাও লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর যেমন মাতৃগর্ভে অবস্থান করেন, সেইরূপ তিনি সূর্য্যের সুবর্ণচ্ছটায়ও বাস করেন। ইহা যজুর্ব্বেদের ঈশ উপনিষদের ১৫ শঃ ও ষোড়শ মন্ত্র দ্বারা নির্ণীত হয়। সেইরূপ, তিনি নাভীর দশ অঙ্গুলী নিম্নেও অবস্থান করেন। ইহার ফলে হিন্দুদের মধ্যে 'লিঙ্গ' পূজা আরম্ভ হইয়াছে।

সুতরাং, কোরান শরীফের ন্যায়, বেদে কেবল মাত্র **'তশ্‌বিহী'** বা 'সামঞ্জস্য-মূলক' গুণাবলী উক্ত না হইয়া খোদাতা'লার **'তান্‌জিহী'** বা 'পবিত্রা-জ্ঞাপক' গুণাবলীও লিখিত হইলে উহা দ্বারা সৃষ্টি পূজার এই তুফান উৎপন্ন হইত না।

এই নিমিত্তই কোরান শরীফ সর্ব্ব প্রকার প্রতারণাকারী উক্তি হইতে সুরক্ষিত। ইহা খোদাতা'লার গুণাবলী এমন ভাবে ব্যক্ত করিয়াছে যে, তদ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার **তৌহীদ** শেরেকের সংমিশ্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। কারণ, প্রথমতঃ, ইহা খোদাতা'লার সেই সকল গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছে, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি কিরূপে মানুষের নিকটবর্ত্তী এবং কিরূপে তাঁহার 'আখলাক' বা নীতি হইতে মানুষ অংশ গ্রহণ করে। এই সকল গুণাবলীর নাম 'তশ্‌বিহী সিফাত' বা সামঞ্জস্যমূলক গুণাবলী, কিন্তু 'তশ্‌বিহী' বা সামঞ্জস্যমূলক গুণাবলীতে খোদাতা'লা সসীম, কিম্বা সৃষ্ট বস্তুর অনুরূপ বলিয়া পরিগণিত হইবার আশঙ্কা থাকে। এই নিমিত্ত এ সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য খোদাতা'লা তাঁহার অপর একটি গুণ বর্ণনা করিয়াছেন; —অর্থাৎ 'আরশের' উপর স্থির হওয়া মূলক গুণ। ইহার অর্থ খোদাতা'লা সকল সৃষ্টি হইতে শ্রেষ্ঠ ও উর্দ্ধ 'মকামে' অবস্থিত। কোন বস্তু তাঁহার আকার-আকৃতি-সম্পন্ন, বা অনুরূপ এবং অংশী, বা অংশ নয়। এ ভাবে খোদা-তা'লার **তৌহীদ** পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হয়। ('চশ্‌মায়-মারফত', ১১০-১২ পৃঃ)

(ক্রমশঃ)।

# 'প্রকৃত একীন'

হে খোদান্বেষী বান্দাগণ! কর্ণ উন্মুক্ত করিয়া শ্রবণ কর, 'একীন' (সুনিশ্চিত জ্ঞান ও সুদৃঢ় বিশ্বাস) সদৃশ আর কিছুই নহে। একমাত্র 'একীনই' মানুষকে পুণ্যকর্ম্ম সাধন করিবার শক্তি প্রদান করে। একমাত্র 'একীনই' মানুষকে খোদাতা'লার 'আশেক-ছাদেক' বা খাঁটী প্রেমিক করে। 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা কি পাপ বর্জ্জন করিতে পার? 'একীনের' জ্যোতিঃ-বিকাশ ব্যতিরেকে তোমরা কি প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা কি কোন শান্তি লাভ করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা কি কোন প্রকৃত পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা কি কোন সত্যিকারের সুখ লাভ করিতে পার। আকাশের নিম্নে এমন কোন 'কাফ্‌ফারা, (Atonement, বা প্রায়শ্চিত্ত) এবং 'হাদিয়া' (প্রতিদান) কি আছে যাহা তোমাদিগকে পাপ বর্জ্জন করাইতে পারে? মরিয়ম-পুত্র ইসার কল্পিত রক্ত কি তোমাদিগকে পাপ বর্জ্জন করাইবে?

হে খৃষ্টানগণ, এরূপ মিথ্যারোপ করিও না যাহাতে পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। স্বয়ং ঈসুই তাঁহার পরিত্রাণের জন্য 'একীনের' মুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি 'একীন' করিয়াছিলেন' তাই 'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। 'আফ্‌সুস' ঐরূপ খৃষ্টানদের প্রতি, যাহারা এই বলিয়া জগতকে প্রতারিত করে যে, তাহারা মসিহ্‌র রক্ত দ্বারা 'নাজাত' লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা আপাদ মস্তক পাপমগ্ন। তাহারা জানে না, তাহাদের খোদা কে; বরং তাহাদের জীবন অবহেলাময়, মদের নেশায় তাহাদের মস্তিষ্ক অভীভূত; কিন্তু সেই পবিত্র নেশা যাহা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয় তৎসম্বন্ধে তাহারা অনভিজ্ঞ। খোদাতা'লার সহিত সংযোগশীল জীবন হইতে এবং পবিত্র জীবনের শুভাশীষ হইতে তাহারা বঞ্চিত। অতএব স্মরণ রাখিও যে, 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা অন্ধকার পূর্ণ জীবন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার না; (ইহা ব্যতীত) 'রসুল কুদ্দুস' বা পবিত্রাত্মাও লাভ করিতে পার না। 'মোবারক' (ধন্য) সেই ব্যক্তি যে 'একীন' লাভ করিয়াছে; কারণ সেই ব্যক্তিই খোদাতা'লার দর্শন লাভ করিবে। 'মোবারক' সেই ব্যক্তি যে সকল সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, কারণ সেই ব্যক্তিই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। 'মোবারক' তোমরা যখন তোমাদিগকে 'একীনের' সৌভাগ্য দেওয়া হয়, কারণ ইহার ফলে তোমাদের গোনাহ্‌র অবসান হইবে। 'গোনাহ্‌' ও 'একীন' এই দুইটি একত্রিত হইতে পারে না। তোমরা কি সেই গর্ত্তে হস্তক্ষেপ করিতে পার, যাহার ভিতর তোমরা এক বিষাক্ত সর্প দেখিতে পাও? তোমরা কি এরূপ স্থলে দণ্ডায়মান থাকিতে পার, যেখানে কোন আগ্নেয়গিরি হইতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়, কিম্বা বজ্রপাত হয়, কিম্বা যেখানে এক রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, কিম্বা যেখানে এক নিধ্বংশকারী প্লেগ মানুষের বংশ নিপাত করিতেছে? সুতরাং খোদাতা'লার প্রতি যদি তোমাদের ঠিক তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে যদ্রূপ বিশ্বাস সর্প, বজ্র, ব্যাঘ্র, বা প্লেগের প্রতি আছে, তবে ইহা সম্ভবপর নহে যে, তোমরা খোদাতা'লার বিরুদ্ধে 'নাফরমানী' বা অবাধ্যাচরণ করিয়া শাস্তির পথ অবলম্বন করিবে, কিম্বা তাঁহার সহিত তোমরা 'সিদ্‌ক ও ওফা' বা সরলতা ও বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ ছিন্ন করিবে।

হে পুন্য ও সাধুতার প্রতি আহুত জনমণ্ডলী! নিশ্চয় জানিও, খোদাতা'লার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিতে পারে, এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হইতে পবিত্র করা হইবে, যখন তোমাদের হৃদয় 'একীনে' পূর্ণ হইবে। সম্ভবতঃ তোমরা বলিবে যে, তোমাদের একীন' লাভ হইয়াছে; কিন্তু স্মরণ রাখিও ইহা তোমাদের আত্ম-প্রতারণা মাত্র। 'একীন' তোমাদের কখনো লব্ধ হয় নাই, কারণ ইহার উপাদান তোমাদের এখনো লাভ হয় নাই; ফলতঃ তোমরা পাপ বর্জ্জন করিতে পারিতেছ না। তোমাদের যেরূপ সম্মুখে অগ্রসর হওয়া উচিত তোমরা তদ্রূপ অগ্রসর হইতেছ না, এবং যেরূপ ভয় করা তোমাদের উচিত তোমরা তদ্রূপ ভয় করিতেছ না। নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, যাহার এই "একীন" আছে যে, কোন গর্ত্তে সর্প আছে, সে কি কখনো সেই গর্ত্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারে? যে ব্যক্তির "একীন" থাকে যে, তাহার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত আছে, সেই ব্যক্তি কি কখনো সেই খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে, কোন বনে এক সহস্র রক্তপায়ী ব্যাঘ্র আছে, তাহার পদ কি কখনো অসাবধানতা, উদাসীনতার সহিত সেই বনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে?

# ইসলামে নারী

জগৎ যতই সভ্য হইতেছে নারীর সম্মানও তত বেশী হইতেছে। পূর্ব্বে নারীর যে সমস্ত অধিকার ছিল না আজ সভ্য জগতের কল্যাণে নারী তাহা অনেক পরিমাণে উপভোগ করিতেছে। তাহারা পুরুষের ন্যায় ভোট দেওয়ার অধিকার পাইয়াছে; পুরুষের ন্যায় ভোট নেওয়ার অধিকার পাইয়াছে; পুরুষের সহিত তাহারা কার্য্যক্ষেত্রেও নামিতেছে। তাহারা উকিল হইতেছে, ব্যারিষ্টার হইতেছে, ডাক্তার হইতেছে, মাষ্টার হইতেছে, কল-কারখানাতেও তাহারা কার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। নারী সর্ব্বক্ষেত্রে আজ পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া চলিয়াছে।

এই যে নারী পুরুষের ন্যায় কাজ করিতেছে ও সর্ব্বক্ষেত্রে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চলিয়াছে, ইহাতে কি নারী সুখী হইতেছে? মানুষ তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধে চলিয়া কখনো সুখী হইতে পারে না। ইউরোপে নারী সর্ব্বক্ষেত্রে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহারা নিজেদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে পারিতেছে না। এজন্য আইন দ্বারা তাহাদিগকে নিজ কর্ত্তব্য সমাধানে বাধ্য করা হইতেছে ও আরও করা হইবে।

ইসলামই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে কিসে নারী প্রকৃত সুখ পাইবে ও কি করিলে তাহারা নিজেদের ও দেশের কল্যাণ করিতে পারিবে। আজকাল ইউরোপে ও এদেশে নারী সম্বন্ধীয় যে সকল আইন পাশ হইতেছে তাহা পরোক্ষ ভাবে ইসলামেরই শিক্ষা।

আজকাল সভ্যজগৎ নারীর অধিকার লইয়া নানা আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছে ও মনে করিতেছে যে, নারীকে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে দিলে, অথবা তাহার পর্দ্দা তুলিয়া দিয়া পুরুষের সঙ্গে তাহাকে চলা ফেরা করিতে দিলে তাহার প্রকৃত সম্মান হইবে, তাহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে।

## ইসলামে কন্যার মর্য্যাদা

এখন দেখা যাউক, ইসলাম নারীর জন্য কি করিয়াছে। সেই চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে যখন তিমিরাচ্ছন্ন আরব দেশে কন্যা সন্তান জন্মিলেই তাহাকে হত্যা করা হইত ও কন্যার পিতামাতা কন্যা সন্তান জন্মের কারণে নিজকে মহাপাপী মনে করিয়া সমাজ হইতে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিত, সেই সময় ইসলাম শিক্ষা দিল যে, পুত্র বা কন্যা মানুষের নিজের ইচ্ছায় হয় না, পুত্র কন্যার প্রকৃত স্রষ্টা পিতামাতা নহে. স্বয়ং খোদাতা'লা। তিনি তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পুত্র বা কন্যা লোকের নিকট গচ্ছিত রাখেন। কন্যাকে ঘৃণা করিলে সেই সর্ব্বজ্ঞ ও রহমান খোদাতা'লার দানকে অবজ্ঞা করা হয়। ইসলাম বলে, কন্যা-প্রাপ্তি বড়ই শুভ লক্ষণ। হজরত মোহম্মদ মোস্তফা (সঃ) বলিয়াছেন যে, কন্যার জন্ম হইলে খোদাত'লা ফেরেশতাগণকে পাঠান; তাহারা গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করিয়া কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া দেয় ও বলে,— "এক অবলা অন্য অবলা হইতে সৃষ্ট হইল। যে ব্যক্তি ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হইবে কেয়ামত পর্য্যন্ত সে আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য পাইবে।" এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, খোদাতা'লার নিকট কন্যা কত স্নেহের পাত্রী।

## ইসলামে কন্যার শিক্ষা

কন্যাকে অতি আদরের সহিত প্রতিপালন ও সুশিক্ষিতা করিবার জন্য ইসলাম অনেক তাগিদ করিয়াছে। হজরত মোহম্মদ (সঃ) বলিয়াছেন, যাহার তিন কন্যা জন্মিয়াছে এবং তাহাদিগকে নিজ অবস্থা অনুসারে সদ্ভাবে প্রতিপালন করিয়া ও সুশিক্ষা দান করিয়া সৎপাত্রে দান করিয়াছে তাহার জন্য বেহেস্ত নিশ্চিত।" লোকে সাধারণতঃ কন্যা হইতে পুত্রকেই বেশী আদর করিতে দেখা যায়; কিন্তু হজরত বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি বাজার হইতে কিছু আনিয়া সর্ব্বাগ্রে কন্যার হস্তে দেয়, পরে পুত্রের হস্তে দেয়, সে ছাদকা দানের তুল্য পুণ্য লাভ করে।" "আবার বলিয়াছেন, "কন্যাকে তুষ্ট করা আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করার তুল্য কল্যাণকর।"

## বিবাহে কন্যার সম্মতি গ্রহণ

বয়স্কা হইলে কন্যাকে সৎ-পাত্রে দান করিতে এবং বিবাহে কন্যার সম্মতি গ্রহণ করিতে স্পষ্টতঃ ইসলাম শিক্ষা দিয়াছে। কারণ এই বিবাহ তাহাদের ইহ-পরকালের সম্বন্ধ। যদি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ ও প্রণয়

না থাকে তবে জীবন বড় বিষময় হয়। বিবাহ ইসলামে অতি পবিত্র অনুষ্ঠান। এ যে ধূলার খেলা নহে, ইহকাল ও পরকালের সম্পর্ক। সুতরাং জীবনের সঙ্গীরূপে যাহার সহিত চিরকাল কাটাইতে হইবে তাহার সম্মতি ইসলাম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে। আর কোনও ধর্ম্মে বিবাহে এরূপ সম্মতি গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। পিতামাতা কন্যার মতেই হউক, অথবা তাহার মতের বিরুদ্ধেই হউক, যাহার হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিবে কন্যার তাহাকেই পতিরূপে বরণ করিতে হইবে। ইহাতে তাহারা সুখী হউক, অথবা দুঃখীই হউক, তাহার জন্য কোন পরওয়া করা হইবে না। এমন কোন কোন বিবাহের প্রথা আছে, যেমন রাক্ষস বিবাহ—ইহাতে বর কন্যাকে যে প্রকারেই হউক হরণ করিয়া লইয়া যায় ও পরে বিবাহ করে।

তাহা ছাড়া নাবালিকা অবস্থায় যদি বিবহ হয় ও সেই বিবাহে যদি কন্যা নিজকে সুখী মনে না করে, তবে তাহা বাতিল করিয়া দিবার অধিকার কোন ধর্ম্মেই নাই। হজরত আয়েসা (রাঃ) বলিয়াছেন—'এক তরুণী হজরত মোহম্মদ মোস্তাফার (সঃ) নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহার পিতা তাহার বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু সে নিজে ঐ বিবাহে অসম্মত। অতঃপর হজরত মোহাম্মদ (সঃ) তাহাকে সেই বিবাহ বাতিল করিয়া নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করিবার অনুমতি দিলেন। বিবাহের পরেও স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার জন্য ইসলাম অত্যন্ত তাগিদ করিয়াছে।

## শাস্ত্রে নারীর সম্মান

অন্য কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রে, অথবা সমাজে স্ত্রীর এত সম্মান দেওয়া হয় নাই, যত কোরান ও ইসলাম দিতেছে। এমন কি, অনেক ধর্ম্মের সাধুগণ কামিনী ও কাঞ্চনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস যে, এই নারী জাতি দ্বারাই সংসারে সর্ব্বাধিক পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিখ্যাত কবি তুলসী দাস বলিয়াছেন—

দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
পলক পলক লহু চুসে
দুনিয়া সব বাওরা হো-কার
ঘর ঘর বাঘিনী পুষে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তো কামিনী সর্ব্বত্র পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন এবং সমস্ত স্ত্রী-জাতিকে মাতৃরূপে দেখিতে বলিয়াছেন। তিনি নিজের স্ত্রীকেও 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু এরূপ করিলে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা হইয়া যাইবে এবং সমাজে নৈতিক অবস্থার পতন হইবে এবং এরূপ করা কখনও সম্ভবও হইবে না। নারিগণ সম্বন্ধে কোরান বলিতেছে, "স্ত্রীগণ তোমাদের পরিচ্ছদ ও তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ"। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ইসলাম স্বীকার করিতেছে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই পরস্পরের জন্য সুখ ও আরামের উপকরণ। পরিচ্ছদ যেরূপ মানুষকে লজ্জা ও প্রাকৃতিক নানা আপদ হইতে রক্ষা করে, পুরুষের পক্ষে স্ত্রী, ও স্ত্রীর পক্ষে পুরুষও, সেইরূপ পরিচ্ছদ স্বরূপ। কোরানের এক স্থানে আছে—"তোমরা তোমাদের নিজ স্ত্রীর সহিত সদ্ভাবে জীবন যাত্রা করিবে। যদি তোমরা তাহাদিগকে ঘৃণা কর, তবে এমন বস্তুকে ঘৃণা কর যাহাতে আল্লাহতা'লা তোমাদের জন্য অনেক মঙ্গল নিহিত করিয়াছেন।" ইহা হইতে বুঝা যায়, মঙ্গলময় খোদাতা'লা স্ত্রীকে সংসারে মঙ্গলের প্রস্রবন রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, পাপের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। নারীকে ইসলাম যেরূপ সদয় ভাবে ও সম্মানের সহিত ব্যবহার করিতে বলিতেছে আর কোন ধর্ম্মই তাহা বলে নাই। প্রত্যেক বিষয়ে নারীকে ইসলাম সম্মান দেখাইতেছে। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত যত সদ্ব্যবহার করে সে ইমানের দিক দিয়া তত পূর্ণ।"

## ইসলামে স্ত্রীর মর্য্যাদা

এক হাদীসে আছে, "দুনিয়ার উপকরণসমূহের মধ্যে সাধ্বী স্ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই"। সাধারণতঃ লোকে স্ত্রীলোককে একটী জড় পদার্থের তুল্য জ্ঞান করে; কিন্তু হাদীস ও কোরান প্রমাণ করিতেছে, নারীর মর্য্যাদা বহু উচ্চ ও মহান।

St Augustin একজন খুব বড় ইংরেজ দার্শনিক লিখক নারী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "what does it matter, whether it be in the person of mother or sister, we have to beware of evil in every woman." —অর্থাৎ, মাতাই হউক, আর ভগ্নিই হউক, প্রত্যেক নারীর অমঙ্গল হইতেই আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। ধর্ম্ম-যাজক টারটুলিয়ান তাঁহার মাতাকে লিখিয়াছিলেন— "Thou art at the devil's gate, the betrayer of the tree, the first deserter of the Divine law. তিনি সমস্ত নারী-জাতিকে শয়তানরূপে কল্পনা

করিয়াছেন। কোন নারী একবার খোদার আইন ভঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া আর কখনো নারী-জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। এক জনের পাপে কি জাতিকেই পাপী মনে করিতে হইবে? কোন কোন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নারীর আত্মা আছে বলিয়াই স্বীকার করে না। তাহারা স্ত্রীলোককে পশুর সমান মনে করিয়া থাকে।

## ধর্ম্মে সমানাধিকার

অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে এমন কোন বিধি নাই যদ্বারা নারী সমাজে তাহার অধিকার দাবী করিয়া লইতে পারে। দুনিয়ার প্রত্যেক ধর্ম্মই নারীর অধিকারকে, মর্য্যাদাকে খর্ব্ব করিয়াই আসিতেছে এবং ইহাই ঘোষণা করিতেছে যে, স্বর্গের যত সুখ তাহা কেবল পুরুষের জন্য। পুরুষের সহিত তাহারা সমভাবে ধর্ম্মকার্য্যে যোগ দিতে পারে না। তাহারা সব ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে পারে না, সব পূজা করিতে পারে না; কিন্তু ইসলাম ধর্ম্ম-বিষয়ে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দিয়াছে। পুরুষ যেরূপ ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া মোমেনের উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারে, নারীও তদ্রূপ উন্নতি করিতে পারে। কোরান আরও বলিতেছে, 'খোদাতা'লা পুরুষের ন্যায় নারীকেও অনেক বিশিষ্টতা দান করিয়াছেন।' কোরানে যেরূপ কতকগুলি মোমেন পুরুষের নাম উল্লেখ আছে তদ্রূপ মোমেন স্ত্রীলোকের নামও উল্লেখ আছে—যেমন মরিয়ম, আসিয়া ইত্যাদি। উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, খোদাতা'লার প্রেমে, তাঁহার দয়ায় পুরুষ ও নারী সমান অধিকারী। হজরত মরিয়মের নিকট খোদাতা'লা ফেরেশতা পাঠাইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, খোদাতা'লা তাঁহার অহি (বাণী) হইতেও নারীকে বঞ্চিত করেন নাই।

## নারীর ব্যক্তিত্ব

হিন্দুধর্ম্মে নারীকে পুরুষের মধ্যে একেবারে অস্তিত্ব-শূন্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবল স্বামীর পূজা করিলে, অথবা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিলেই নারীর স্বর্গলাভ, সেইখানেই তাহার সব—অর্থাৎ, তাহার যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, খোদাতা'লার সহিত তাহারও যে একটা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু ইসলাম নারীর ব্যক্তিত্ব ও খোদাতালার সহিত তাহার পৃথক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছে। অবশ্য, স্বামীর পদতলে স্বর্গ, একথাও বলিয়াছে।

## মাতৃ সম্মান

মাতারূপেও নারীকে ইসলাম অনেক সম্মান দিতেছে। হজরত মোহম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) নবুওয়ত পাইবার পর একদা তাঁহার দুধমাতা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দুধমাতাকে দেখিয়া দাঁড়ান ও তাঁহার সেই পবিত্র চাদরে তাঁহাকে বসিবার স্থান দেন। ছুরা বনি ইসরাইলে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন কোন ধর্ম্মে পিতা-মাতাকে পূজা করিবার কথা আছে; কিন্তু তথাপি তৌহিদবাদী ইসলাম পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যকে যে স্থান দিয়াছে অন্য কোন ধর্ম্ম তাহা দেয় নাই। কোরান শরীফে খোদা-রসুলের পরই পিতামাতার স্থান। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, 'মাতৃদ্রোহীর পাপ খোদাতা'লা কখনও ক্ষমা করেন না।' একজন সাহাবী আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আমি জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি, কি করিলে আমি তাহা হইতে উদ্ধার পাইব'? তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমার মাতার খেদমত কর।' আর একবার এক ছাহাবী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'মাতার চরণতলে স্বর্গ।'

## উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি আজ পর্য্যন্তও কোন জাতির নারিগণ পায় না, একমাত্র ইসলাম ছাড়া। ইসলামে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের যেরূপ অধিকার আছে, কন্যারও সেইরূপ অধিকার আছে। পুত্রকে সংসার প্রতিপালন করিতে হয়; কিন্তু কন্যা নিজেই অন্য কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক পায়। অন্যান্য ধর্ম্মে যদি স্বামী গরীব থাকে, অথবা কন্যা সন্তানাদি লইয়া ভিক্ষা করিয়া খায়, তবুও সে ধনী পিতার সংসারে কিছুই পায় না। অবশ্য পিতা স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্থলে কন্যাকে সাহায্য করেন; কিন্তু যদি পিতা বর্ত্তমান না থাকেন, তবে তাহাকে ভ্রাতাও ভ্রাতৃবধুর নিকট বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। তাহা ছাড়া মুসলমান আইনে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিরও অংশ পায়। কাজেই সে পুত্রের মুখাপেক্ষী না হইয়াও স্বামীর অবর্ত্তমানে সুখে থাকে। কিন্তু হিন্দুনারী বিধবা হইয়া দুঃখের সাগরে ভাসিতে থাকে। পৃথিবীতে তাহার পিতার ও স্বামীর ঐশ্বর্য্যে যে একটুও অধিকার নাই! সে যেন মাত্র একটী দাসী। আজকাল অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন চলিয়াছে ইসলামের অনুকরণ করিয়া।

## তালাক

ইহা ছাড়া আরও অনেক আইন ইসলামের আইনের অনুকরণে পাশ হইয়াছে—যেরূপ তালাক দেওয়ার প্রথা পূর্ব্বে অন্য কোন ধর্ম্মে ছিল না; আজকাল ইউরোপ এমেরিকায় ইহার প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে নারী ইচ্ছা করিলে কোর্টের সাহায্যে তালাক লইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মে পিতা যদি কন্যাকে অন্ধ অথবা খঞ্জের সহিত বিবাহ দেয় এবং ইহা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হয় তথাপি তাহাকে চিরকাল সেই স্বামীর সহিতই কাটাইতে হইবে। ইসলাম নারীকে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছে। অন্য ধর্ম্মে কত নারীর জীবন যে এরূপে ব্যর্থ গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

## বিধবা বিবাহ

বিধবা বিবাহেও নারীকে অধিকার সর্ব্বপ্রথম ইসলামই দিয়াছে। অন্য ধর্ম্মে অপরিণত বয়স্কা একটী মেয়ে যদি বিধবা হয়, এমন কি—স্বামী কি, বিবাহ কি,—তাহা জানিবার পূর্ব্বেও যদি বিধবা হয়, তবুও তাহাকে চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। তাহাতে কত জীবন যে নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতে সমাজে ব্যভিচার বেশী হইতেছে। তজ্জন্য অন্যান্য জাতির মধ্যেও আজকাল এই আইন পাশ হইয়াছে। অবশ্য ইহা তাহাদের ধর্ম্মানুমোদিত নহে। অষ্টম এডওয়ার্ড এই জন্যই সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মিসেস সিমসনের পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল এবং তিনি তালাক লইয়াছিলেন; কিন্তু ইহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে বলিয়া অষ্টম এড্ওয়ার্ড সিংহাসনে বসিয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে এই বিবাহের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল।

নারীই গৃহের প্রকৃত সৌন্দর্য্য, সুখ ও সম্পদ, এবং বাল্যে পুত্র কন্যার শিক্ষা ও জ্ঞান দানের অধিকারী। মাতাই পুত্র কন্যার হৃদয়ে প্রকৃত মানব-বীজ বপনকারী। কিন্তু এই নারীকে মানুষ ভোগের সামগ্রীরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। ইসলামই সর্ব্বপ্রথম নারীর মানমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্ম্মে ও সমাজে যোগ্য অধিকার দান করিয়াছে। ধন্য ইসলাম!

মেহেরবান খোদাতা'লাকে অশেষ ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদিগকে ইসলামের সাহায্যে সকল প্রকার অধিকার দিয়াছেন ও আমরা তাঁহার দেওয়া অধিকার ভোগ করিতেছি।

—সালেহা

---

## নূতন আঞ্জোমন

( সংবাদ দাতা হইতে প্রাপ্ত )

ইদানিং খোদাতালা'র ফজলে মুর্শীদাবাদ জেলায় আর একটি নূতন আঞ্জেমন গঠিত হইয়াছে। আল্হামদুলিল্লাহ! বন্ধুগণ এই নবগঠিত আঞ্জোমনের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য দোয়া করিবেন। নিম্নে আঞ্জোমনের নাম, ঠিকানা এবং কর্ম্মকর্ত্তাগণের নাম প্রদত্ত হইল।

**'খরিন্দা আঞ্জোমনে আহমদীয়া'**

পোঃ আঃ—সালু, জিলা—মুর্শিদাবাদ

প্রেসিডেণ্ট—মৌলবী আবদুর রেজাক সাহেব
ফাইনেনসিয়েল সেক্রেটারী —ঐ
সহকারী ফাইনেনসিয়েল সেক্রেটারী—মাষ্টার মোহাম্মদ মখলেস্ সাহেব
সেক্রেটারী, তালীম-তরবীয়ত—মৌলবী আপ্তাবদ্দীন সাহেব (গীতগাও)
সেক্রেটারী, তবলীগ—ঐ

রিপোর্টার,
আজীজুদ্দীন আহমদ

# পিসিমা ও ভবিষ্যদ্বাণী *

[ হজরত মীরজা বশীর আহ্‌মদ এম-এ ]

বন্ধুগণ আল্‌ফজল পাঠে অবগত হইয়া থাকিবেন যে আমাদের পিসিমা ওমর বিবি সাহেবা যিনি মোহম্মদী বেগম সাহেবার মাতা ছিলেন, বিগত ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৮, তারিখে ৯০ বৎসর বয়সে পরলোকগতা হইয়া 'বেহেস্তী মোকবেরাতে' সমাহিতা হইয়াছেন। তিনি হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) আপন খুল্লতাত মীরজা গোলাম মহীউদ্দীন সাহেবের কন্যা ছিলেন। মীরজা আহ্‌মদ বেগ হুশিয়ারপুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বিগত ১৮৯৬ সনে আহ্‌মদ বেগের মৃত্যু হয়। সেইকাল হইতে তিনি বৈধব্য দশাগ্রস্ত হইয়া শেষ জীবন কাদিয়ানেই কাটাইতেছিলেন। স্বামীর জীবদ্দশায় তিনি আহমদীয়া সেল্‌সেলার বিরোধী ছিলেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পরও কয়েক বৎসর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন; কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে, অর্থাৎ—১৯২১ সনে, তিনি হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৩১ সনে, তিনি অতি আগ্রহ সহকারে 'অসিয়ত' (নিজ সম্পত্তির এক দশমাংশ বা ততোধিক ধর্ম্ম সেবায় দান—সঃ আঃ) করেন।

* * * *
* * * *

আমার সহিত পিসিমার অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। কখনো আমার যাইতে বিলম্ব হইলে তিনি আমার জন্য লোক পাঠাইয়া আমাকে নেওয়াইতেন এবং আমার সহিত সর্ব্বদাই প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেন। আমিও তাঁহাকে বিশেষ মহব্বত ও সম্মান করিতাম। কারণ, সম্পর্কের দিক দিয়া ত তিনি মাননীয়া ছিলেনই; এতদ্ব্যতীত তিনি যে কেবল হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) বংশের শেষ স্মৃতি-চিহ্ন ছিলেন তাহা নহে, বরং তদীয় এক বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বানীর 'রহমত' বা অনুগ্রহব্যঞ্জক অংশের নিদর্শন ছিলেন। মোহম্মদী বেগম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দুইটি অংশ ছিল—এক অংশ খোদাতা'লার অভিশাপব্যঞ্জক, অপর অংশ তাঁহার 'রহমত' বা অনুকম্পাব্যঞ্জক। খোদাতা'ল'র ফজলে পিসি-মা তাঁহার শেষ জীবনে এই 'রহমতের' অংশেরই ভাগী হইলেন (অর্থাৎ, তিনি আহমদী হইলেন—সঃ আঃ), আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌!

আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণ ন্যায় চক্ষে দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, পিসিমার আহ্‌মদী হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার এক নিদর্শন। বস্তুতঃ গভীরভাবে চিন্তা করিলে এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় ঐশীবাণী ও অন্যান্য বিষয় মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, মোহাম্মদী বেগম সাহেবার **বিবাহ এই ভবিষ্যদ্বাণীর মূল উদ্দেশ্য ছিল না**; বরং সেই বংশের 'বেদীন' (ধর্ম্মহীন) লোকগণকে **'রহমত' বা গজবের' নিদর্শন প্রদর্শন করাই এই ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য ছিল**। খোদাতা'লা তাহাদের সম্মুখে এই বিষয় উপস্থিত করিয়াছিলেন যে—'যদি তোমরা অধর্ম্ম ছাড়িয়া আমার প্রেরিত মসিহ্‌র সহিত খাঁটি সম্পর্ক স্থাপন কর, তবে আমি তোমাদিগকেও সেই সকল অনুগ্রহের ভাগী করিব যাহা আমি আমার মসিহ্‌র পরিবারবর্গ ও তাঁহার শিষ্যদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু যদি তোমরা পূর্ব্বের মতই অধর্ম্মাচরণে রত থাক এবং খোদাতা'লার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত পুরুষের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপন না কর, তবে তোমরা পরিণামে আমার অভিশাপে পতিত হইবে।' তৎকালীন অবস্থাধীনে মোহাম্মদী বেগমের বিবাহ সেই সম্পর্কের একটা বাহ্যিক নিদর্শন স্বরূপ ছিল মাত্র—যেমন হজরত সালেহ্‌র (আঃ) সময় আল্লাহ্‌তা'লা এক পক্ষে তাঁহার 'ফজল' ও 'রহমত', অপর পক্ষে তাঁহার 'গজব' ও (কোশ) 'লানত' (অভিসম্পাত)—এই দুইটি নিদর্শন প্রদর্শনার্থ হজরত সালেহ আলাহেস্‌ সালামের উষ্ট্রীকে একটি বাহ্যিক নিদর্শন স্বরূপ দাঁড় করিয়াছিলেন (সুরা হুদ, রুকু ৬)। কিন্তু অজ্ঞ লোকগণ বাহ্যিক সাময়িক বিষয়টি নিয়া জীদের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিল না।

যাহা হউক, আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে যতটুক চিন্তা করিয়াছি তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, মোহাম্মদী বেগমের বিবাহ এই ভবিষ্যদ্বাণীর মূল উদ্দেশ্য নহে; বরং হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) আত্মীয় স্বজনকে এরূপ এক নিদর্শন প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে 'রহমত' ও 'গজব' দুইই ছিল—অনুসরণকারিগণ ও সম্পর্ক স্থাপনকারিগণের জন্য 'রহমত' এবং অস্বীকারকারী ও সম্পর্ক ত্যাগ কারিগণের জন্য 'গজব'।

---

* 'আলফজল' পত্রিকায় প্রকাশিত হজরত মীরজা বশীর আহ্‌মদ এম-এ মহোদয়ের লিখিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ—সঃ আঃ

সুতরাং খোদাতা'লা তাঁহার বিবিধ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ নিদর্শন প্রদর্শন করিতে থাকিবেন। ফলতঃ, এ পর্য্যন্ত এই বংশের বহু লোক খোদাতা'লার লুক্কায়িত তারের সাহায্যে আকৃষ্ট হইয়া খোদাতা'লার রহমতের ভাগী হইয়াছেন। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা ভবিষ্যদ্বাণীর অপর দিকের (অর্থাৎ ঐশী গজবের) বিকাশ স্থল হইয়াছে। তাহাদের জীবনের বিষাদময় পরিণাম জগতের সম্মুখে রহিয়াছে, এ সম্বন্ধে বিষদ ব্যাখ্যার আবশ্যক নাই। তৃতীয় আর এক শ্রেণীর লোক আছেন—যাহারা এখনো আমাদিগ হইতে পৃথকই আছেন; কিন্তু তাহারা যেহেতু এখনো জীবীত আছেন, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা ভাল ধারণাই পোষণ করি এবং আমরা আশা করি ও চেষ্টায় আছি যেন, তাহারাও খোদাতা'লার 'রহমত' বা অনুকম্পার অধিকারী হন।

**এ পর্য্যন্ত এই বংশের যে সকল লোক ভবিষ্যদ্বাণীর পর আহমদীয়া সেলসেলায় প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।**

(১) আমাদের পিসি-মা—ওমর বিবি সাহেবা—**মোহম্মদী বেগম সাহেবার মাতা**; (২) আমাদের কাকীমা হুরমত বিবি সাহেবা—মোহম্মদী বেগম সাহেবার **মাসি-মা**; (৩) মাহ্‌মুদা বেগম সাহেবা (মৃত)—মোহম্মদী বেগম সাহেবার **ভগ্নি**; (৪) এনায়েত বেগম সাহেবা—মোহাম্মদী বেগম সাহেবার **ভগ্নি**; (৫) মীরজা গোল মোহম্মদ সাহেব—মোহম্মদী বেগম সাহেবার **মামাত ভ্রাতা**; (৬) খোরসেদা বেগম সাহেবা—মোহাম্মদী বেগম সাহেবার **মামাত ভগ্নি**; (৭) মীরজা আরশাদ বেগ সাহেব (মৃত)—মোহম্মদী বেগম সাহেবার **ভগ্নিপতি** (৮) মীরজা ইসহাক বেগ সাহেব—মোহম্মদী বেগম সাহেবার **পুত্র**; (৯) হাফিজ বেগম সাহেবা—মোহম্মদী বেগম সাহেবার **কন্যা**; (১০) মীরজা আবদুস্ সালাম বেগ সাহেব—মোহম্মদী বেগম সাহেবার **দৌহীত্র**; (১১) মীরজা মাহমুদ বেগ সাহেব—মোহম্মদী বেগমের **ভ্রাতাপুত্র**; (১২) মীরজা আজমল বেগ সাহেব—মোহম্মদী বেগম সাহেবার **ভগ্নিপুত্র**; (১৩) মীরজা আমজাদ বেগ সাহেব—মোহম্মদী বেগম সাহেবার **ভগ্নিপুত্র**; (১৪) মীরজা আহ্‌সান বেগ সাহেব—মোহম্মদী বেগম সাহেবার **মাসতুত ভ্রাতা**; (১৫) মীরজা জিয়াউল্লাহ বেগম সাহেব—মোহম্মদী বেগম সাহেবার **জামাতা**। আমি এই পনরটি নাম মোহাম্মদী বেগম সাহেবার কেবল ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজন হইতে উল্লেখ করিলাম। এই বংশের অন্যান্য বন্ধুগণকে সামেল করিলে সংখ্যা আরো বৃহৎ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নাবালেগ বালক বালিকাগণকেও সামেল করা যাইতে পারে।

এক পক্ষে এই বংশের এই সকল লোকের আহমদীয়াত গ্রহণ করা এবং পক্ষান্তরে এই বংশের অন্যান্য লোক 'গজব' বা ঐশী কোপে পতিত হওয়া—এই দুইটি জলন্ত নিদর্শন কি একথার জীবন্ত সাক্ষ্য নয় যে, হজরত মসিহ মাওউদকে (আঃ) খোদাতা'লা সত্যিকারের বিজয় প্রদান করিয়াছেন এবং উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী 'রহমত' ও 'গজব' এই উভয় রূপেই পূর্ণ হইয়াছে?

বাকী রহিল, মোহম্মদী বেগম সাহেবার **বিবাহের প্রশ্ন**। ইহার উত্তর এই যে, **বিবাহ মূল উদ্দেশ্য ছিল না, বরং একটি বাহ্যিক ও সাময়িক নিদর্শন স্বরূপ ছিল মাত্র**। বিবাহ যদি বা উদ্দেশ্য হইয়াও থাকে, তবে কোরান শরীফের—

ما ننسخ من ایت او ننسها

(সুরা বকর- রুকু ১২)—আয়েতে বর্ণিত নীতি অনুযায়ী হজরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ জীবদ্দশায়ই বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহা তাহাদের তৌবা করার ফলে **মনসুখ (রহিত) হইয়া গিয়াছে**, (তাতাম্মা, হাকিকাতুল অহি, ১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে হজরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ **অপর কোন সময় অন্য কোন রূপে** এই 'এল্‌হাম' পূর্ণও হইতে পারে। আমি ত আমার আগ্রহাতিশয্যে মনে করি যে, **খোদাতা'লা হয়ত মোহম্মদী বেগম সাহেবাকেই সত্য গ্রহণ করিবার তৌফিক প্রদান করিতে পারেন** এবং হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) এই 'এলহাম' এই রূপে বাহ্যিক ভাবেও পূর্ণ হইতে পারে যে—

نردها الیک

—অর্থাৎ, "অবশেষে আমি তাহাকে তোমার নিকট প্রাত্যাবর্ত্তিত করিব"। ইহা স্পষ্ট কথা যে, বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করার চেয়ে আহমদীয়ত গ্রহণ বা বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা অধিকতর গৌরবজনক এবং এই সম্বন্ধ বিবাহ-সম্বন্ধ হইতে অধিকতর পরিপক্ক। অবশ্য ইহা ভবিষ্যতের কথা; ইহার প্রকৃত মর্ম্ম আপন সময়ে প্রকাশিত হইবে।

ولا علم لنا الا ما علمنا الله ونرضی بما یرضی به علیه توکلنا والیه ننیب *

# আহমদীয়া আঞ্জোমনসমূহের 'ওহ্‌দেদার' বা কর্ম্ম-কর্ত্তা নির্ব্বাচনের নিয়ম

১। কেবল নিম্নলিখিত ওহ্‌দেদারগণের লিষ্ট মঞ্জুরীর জন্য 'নেজারত—আলীয়ার, নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আমীর, নায়েব-আমীর, প্রেসিডেন্ট, ভাইস্ প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী—তবলীগ, সেক্রেটারী—তালীম-তরবীয়ত, সেক্রেটারী—উমুর-আমা, সেক্রেটারী—উমুর-খারেজিয়া, সেক্রেটারী—মক্‌বেরা-বেহেস্তী, সেক্রেটারী - মাল, সেক্রেটারী—তালিফ-তস্‌নিফ্, সেক্রেটারী জিয়াফত, অডিটর, মহাসেব, আমীন।

২। নায়েব-আমীর এবং ভাইস্-প্রেসিডেন্ট ব্যতীত যদি কোন আঞ্জোমনে অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাগণেরও নায়েব বা সহকারী কর্ম্মকর্ত্তার আবশ্যক হয় তবে তাহাদের মঞ্জুরী মোকামী আঞ্জোমন স্বয়ংই দিতে পারিবে।

৩। 'মহসেল' বা আদায়কারীর জন্য মোকামী আঞ্জোমনের মঞ্জুরীই যথেষ্ট। অবশ্য তাহাদের নিযুক্তি সম্বন্ধে **নেজারত-বয়তুলমালের নিকট** রিপোর্ট যাওয়া আবশ্যক, যেন কোন অনুচিত নিয়োজন হইলে তাহার সংশোধন হইতে পারে। মোকামী কাজী এবং ইমামুস্-ছালাতের মঞ্জুরী যথাক্রমে **নেজারতে-উমুর-আমা** এবং **নেজারত-তালীম-তরবীয়তের যোগে** হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) হইতে লাভ করিতে হইবে। 'ইমামুস্-ছালাত' সম্বন্ধে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার প্রকৃত অধিকারী স্বয়ং আমীর বা প্রেসিডেন্ট। সুতরাং আমীর বা প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ইমাম হইলে পৃথক মঞ্জুরীর আবশ্যক নাই। আমীর বা প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ইমাম না হইয়া যদি অন্য কাহাকেও স্থায়ীভাবে ইমাম নির্ব্বাচিত করিতে চান তবে তাহার জন্য নেজারত-তালীম-তরবীয়তের মঞ্জুরী আবশ্যক। অস্থায়ী কোন বন্দোবস্তের জন্য আমীর বা প্রেসিডেন্ট স্বয়ংই মীমাংসা করিতে পারেন।

৪। যে জমাতে কোন আমীর নিয়োজিত নাই কেবল সেই জমাতেই প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবে।

৫। যেহেতু হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল্-মসিহ্ (আইঃ) হইতে আমীরের মঞ্জুরী লাভ করিতে হয় এবং এ বিষয়ে হুজুরের মঞ্জুরী লাভের জন্য নাজের-আলার অভিমতও পেশ করা হয়, অতএব আমীর সম্বন্ধীয় যাবতীয় দরখাস্তও নাজের-আলার অফিসেই প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু এই দরখাস্ত অন্যান্য ওহ্‌দেদারগণের লিষ্ট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কাগজে লিখিতে হইবে।

৬। আমীর নির্ব্বাচন সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(ক) একই নাম প্রস্তাব করিবার পরিবর্ত্তে যথা-সম্ভব দুই তিন জনের নাম প্রস্তাব করা উচিত।

(খ) প্রত্যেক নামের প্রাপ্ত ভোট সবিস্তার উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) প্রত্যেকের 'বয়েত' গ্রহণের সন, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যোগ্যতা, বয়স ও ব্যবসা উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) জমাতের সম্পূর্ন লোক-সংখ্যা নিম্নলিখিত বিবরণ সহ উল্লেখ করিতে হইবে।

১৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষ—
১৮ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালক—
স্ত্রী-লোক—

৭। যদি কোন জমাত সর্ব্বসম্মতিক্রমে একই ব্যক্তিকে আমীর পদে নির্ব্বাচিত করে এবং এ বিষয়ে কোনরূপ মত-বৈষম্য না থাকে, তবে দরখাস্তে এ বিষয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে।

৮। নির্ব্বাচনের সময় এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন বিশেষ কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে এক কার্য্যের অধিক এক ব্যক্তির সপর্দ্দ করা না হয়। কারণ, ইহাতে সেলসেলার কার্য্যের ক্ষতি হইতে পারে, এবং অধিক লোক সেলসেলার কার্য্যের ট্রেনিং পাইতে পারে না।

৯। যদি কোন আমীর বা অন্য কোন মোকামী কর্ম্মকর্ত্তার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নির্ব্বাচনের সময়ে কোন প্রার্থী পক্ষে প্রপেগেণ্ডা করার অভিযোগ আসে এবং অনুসন্ধানের পর সেই অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে আমীরুলমোমেনীনের (আইঃ) ৮৬১ নং আদেশানুযায়ী সেই নির্ব্বাচন পণ্ড হইয়া যাইব।

১০। যে জমাতে ২১ জন বা ততোধিক চাঁদা দেওয়ার যোগ্য আহমদী থাকে সেই জমাতে কোন বকায়াদারকে কোন কার্য্যে নিয়োজিত করা যাইবে না।

১১। যদি কোন জমাত কোন বকায়াদারকে কোন পদে নিয়োজিত করিতে বাধ্য হয় তবে তদ্রূপ নিযুক্ত ব্যক্তি হইতে এই প্রতিশ্রুতি লইতে হইবে যে, তিনি কোন নির্দ্ধারিত হার অনুযায়ী তাহার বকায়া রীতিমত পরিশোধ করিতে থাকিবেন এবং সেই হার সম্বন্ধে মোকামী আমীর বা প্রেসিডেন্টের যোগে নেজারত-বয়য়ল-মাল বা নেজারত-বেহেস্তি-মকবেরা হইতে মঞ্জুরী লইতে হইবে; কিম্বা বকায়া আদায় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলে উপরোক্ত কর্ত্তৃপক্ষ হইতে উপরোক্ত পদ্ধতিতে মাফ লইতে হইবে।

১২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচন সভায় ভোট দিতে পারিবেন না।

(ক) কেন্দ্রীয় অনুমতি ব্যতিরেকে যাহার তিন বৎসর বা ততোধিক কালের বকায়া আছে এবং সেই বকায়া আদায় করা হইতেছে না; (খ) স্ত্রীলোক; (গ) ১৮ বৎসরের কম বয়সের বালক।

১৩। প্রত্যেক পদের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনুযায়ী সেই পদের কর্ম্মী নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ভোট দেওয়ার সময় যোগ্যতার প্রতি সর্ব্বাধিক লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১৪। নির্ব্বাচন-লিষ্ট প্রেরণের সময় আঞ্জোমনের সাধারণ ভোটারের সংখ্যা এবং নির্ব্বাচন সময় উপস্থিত ভোটারের সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে।

১৫। নির্ব্বাচন-লিষ্টে নির্ব্বাচন-সভার সভাপতির এবং এরূপ দুই ব্যক্তির দস্তখত থাকিতে হইবে যাহারা কোন পদে নির্ব্বাচিত হন নাই, কিন্তু নির্ব্বাচন সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

১৬। ওহদেদারগণের নির্ব্বাচন-লিষ্ট তাহাদের পূর্ণ ঠিকানা সহ—(যথা—গ্রাম, পোষ্ট অফিস, জিলা ইত্যাদি) **১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৮, তারিখ মধ্যে** নাজের-আলার আফিসে অবশ্যই পৌছিতে হইবে। কিন্তু নূতন মঞ্জুরী ঘোষণা না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বতন ওহদেদারই কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকিবেন।

১৭। যদি কোন আঞ্জোমন বা আমীরের এলাকার সহিত অন্যান্য গ্রাম বা জমাতসমূহ সামিল হয়, তবে নির্ব্বাচন-লিষ্ট এবং এমারতের দরখাস্তে কোন্ কোন্ গ্রাম বা জমাত এই আঞ্জোমন বা আমীরের এলাকার সামিল হইল এবং এই আঞ্জোমন বা আমীরের এলাকার কেন্দ্রীয় স্থান কোন্‌টি—অর্থাৎ, এই আঞ্জোমন বা আমীরের এলাকার নাম কি হইবে—তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

১৮। কোন আঞ্জোমনের টেলিগ্রাফের ঠিকানা রেজীষ্টার করা থাকিলে তাহাও উল্লেখ করা উচিত।

১৯। যদি কোন আমীর বা প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করেন যে, তাঁহার সেক্রেটারিগণের নামীয় যাবতীয় চিঠিপত্র তাঁহার মারফত যাওয়া উচিত, তবে একথাও স্পষ্ট উল্লেখ করা উচিত।

২০। কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের নামের সহিত তাঁহাদের উপাধিও উল্লেখ করা উচিত—যথা, মৌলবী, সৈয়দ, মীরজা, চৌধুরী, শেখ, বাবু, ডাক্তার, মুন্সি ইত্যাদি। চাকুরিয়া হইলে চাকুরীর নামও সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করা উচিত।

২১। নূতন নির্ব্বাচনের মঞ্জুরী ঘোষিত হইলে পূর্ব্বতন কর্ম্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ পূর্ণ বিবরণ ও রেকর্ড সহ কার্য্যের চার্জ্জ নূতন কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের সপর্দ্দ করিয়া দিবেন এবং নূতন কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের উচিত যে চার্জ্জ গ্রহণ করার পর দুই সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্বতন কর্ম্মকর্ত্তাগণ হইতে বিগত বৎসরের রিপোর্ট গ্রহণ করিয়া সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় 'ছেগা' বা বিভাগে তাহা প্রেরণ করেন; নতুবা এই দায়িত্ব পরে তাঁহাদের উপরই বর্ত্তিবে।

বন্ধুগণ উপরোক্ত শর্ত্তসমূহ পালন করিয়া সত্বর নিজ নিজ আঞ্জোমনের ওহদেদার নির্ব্বাচন করতঃ কাদীয়ানে নেজারত-আলীয়াকে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়াকে জ্ঞাত করুন।

জেনারেল-সেক্রেটারী
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমান আহমদীয়া

# জগৎ আমাদের

## বিদেশীয় সংবাদ

**আমেরিকা**—খোদাতা'লার ফজলে বর্ত্তমানে আমেরিকাতে আমাদের প্রচার-কার্য্য খুব সফলতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইদানিং তথায় ৮ জন লোক আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছেন—আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন, যেন আল্লাহ্‌তা'লা এই নবদীক্ষীত ভ্রাতাগণকে 'এস্তেকামাত' ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করেন এবং তথাকার প্রচারক আমাদের দেশগৌরব ভ্রাতা জনাব সুফি মুতিউর রাহমান এম-এ মহোদয়কে এই মহান ও পবিত্র কার্য্যে আরো অধিক সফলতা দান করেন— আমীন।

**লণ্ডন**—খোদাত'লার ফজলে লণ্ডন মসজিদে বিগত 'ঈদুল-আজ্‌হা' উৎসব অতি সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। অক্সফোর্ড হইতে সাহেব-জাদা মীরজা নাসের আহ্‌মদ সাহেব ও সাহেবজাদা মীরজা মোজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব এবং কেম্ব্রিজ হইতে প্রফেসার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌ সাহেব ঈদের নামাজে যোগদান করেন। নামাজ সম্পাদনের পর সমস্ত নামাজিগণকে মসজিদে ভোজন করান হয়। ভোজনের পর নির্দ্ধারিত সময়ে সভা আরম্ভ হয়। প্রিভিকাউন্সিলের জজ রাইট অনারেবল লর্ড ব্লেন্‌বার্গ সভাপতির আসন অলঙ্কত করেন। লণ্ডনের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন। মিষ্টার লতীফ আর্লণ্ড কোরান পাঠ করেন। অতপর ভারত গবর্ণমেণ্টের বানিজ্য সচিব সার চৌধুরী জাফর উল্লাহ্‌ খান "আহ্‌মদীয়ত" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ ও হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আপ্যায়িত করেন।

লণ্ডন ক্লাবের প্রায় এক শত মেম্বর দারুৎ-তবলীগে আগমন করেন। মসজিদে তাহাদিগকে চা পান করাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। লণ্ডন মসজিদের ইমাম মহোদয় প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়া তাহাদিগকে তবলীগ করেন। বক্তৃতার পর তাহাদিগকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। তখন কেহ কেহ নামাজ, রোজা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। জনাব ইমাম সাহেব এসব বিষয় তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। জনৈক নো-মোসলেম মহিলা মিসেস রহীম তাহাদিগকে সুরা ফাতেহা পাঠ করিয়া শুনান। চা-পানের সময় মেহ্‌মানগণের সঙ্গে প্রত্যেক টেবিলে এক এক জন করিয়া আহমদী ভ্রাতা বসেন এবং তবলীগ জারি রাখেন। আলোচ্য মাসে আর একটি ক্লাবের বার তের জন মেম্বর আহমদীয়ত সম্বন্ধে জানিতে আসেন। জনাব ইমাম সাহেব প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম-বিষয়ে আলাপ করেন এবং তাহাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য কালে জনাব ইমাম সাহেব 'মেনর পার্ক', 'হুয়াইটফিল্ড ইন্‌স্টিটিউট' 'অলডারসট' এই তিনটি সোসাইটিতে বক্তৃতা প্রদান করেন।

**জাভা**—খোদাতা'লার ফজলে, ইদানিং জাভাতে আমাদের একটি মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌। ইহাতে প্রায় ৫৫৪ গোল্ডেন—অর্থাৎ, প্রায় ৮০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে। তথাকার জমাতসমূহের বন্ধুগণ চাঁদা করিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কতিপয় গয়ের-আহ্‌মদী বন্ধু ইহাতে চাঁদা দিয়াছেন। জাজাহুমুল্লাহ আহসানুল জাজা। এই মসজিদে প্রায় ২০০ লোক নামাজ পড়িতে পারে। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা ইহাকে 'মোবারক' করেন। আমীন।

## দেশীয় সংবাদ

**কাদীয়ান শরীফ**—হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (আইঃ) ও হজরত উম্মোল-মোমেনীন (মদঃ) এখনো সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন নাই। বন্ধুগণ তাঁহাদের পূর্ণ স্বাস্থ্য কামনা করিয়া দরদে-দেলের সহিত দোয়া করিবেন।

হজরত মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের প্রথমা কন্যা হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌ সানির (আইঃ) চতুর্থা ভার্য্যা সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবা এ বৎসর বি-এ পরীক্ষা দিবেন। হজরত মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা সৈয়দা তায়েবা সাহেবা মেট্রিক পরীক্ষা দিতেছেন। হজরত মীরজা বশীর আহ মদ এম-এ মহোদয়ের পুত্র সাহেবজাদা মীরজা হামীদ আহমদ সাহেবও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেছেন। বন্ধুগণ তাঁহাদে সকলেরই কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করিবেন।

**প্রাদেশিক আমীর**—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরীসাহেব বর্ত্তমানেও কলিকাতায়ই আছেন। খোদা-চাহে-ত তিনি এপ্রিল মাসে মজলিসে শুরায় যোগ দান করণার্থ

কাদিয়ান শরীফ গমন করিবার ইচ্ছা রাখেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা তাহার এই শুভেচ্ছা পূর্ণ করেন—

"আমীন"।

**প্রচার-সংবাদ**—সদর আঞ্জোমন আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী আজীজুদ্দীন সাহেব ভরতপুরে এবং মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব কৃষ্ণনগরে প্রচার কার্য্যে লিপ্ত আছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা তাঁহাদের কার্য্যে সুফল প্রদান করেন।

সদর আঞ্জোমন আহমদীয়া মোবাল্লেগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব, বি-এ, বর্ত্তমানে প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে প্রাদেশিক আঞ্জোমনের চার্জ্জে আছেন।

**দারুৎ-তবলীগ, ঢাকা**—খোদাতা'লার ফজলে ঢাকা দারুৎ তবলীগে প্রত্যহ সকালে বিকালে কোরান করীম ও হাদীস শরীফের 'দরস' হইতেছে এবং রবিবারে সাপ্তাহিক আনসারুল্লাহর মিটিং অনুষ্ঠিত হইতেছে। মৌলবী মোজফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব উভয় 'দরস' দিয়া থাকেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা এই অনুষ্ঠানসমূহকে 'মোবারক' করেন।

## প্রাপ্তি সংবাদ।

বর্ত্তমান মাসে নিম্নলিখিত বন্ধুগণ হইতে পাক্ষিক আহ্‌মদীর চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। জাজাহুমুল্লাহ্ আহ্‌সানুল্ জাজা। অন্যান্য বন্ধুগণও তাঁহাদের নিজ নিজ চাঁদা সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

মৌলবী মোহাম্মদ আলী আকবর সাহেব, মৌলবী আবদুল গাফ্‌ফার সাহেব, মৌলবী জিন্নত আলী সাহেব বি এ, মৌলবী আবুল হুসেন সাহেব, মুন্সি আবদুল করীম সাহেব, মৌলবী হুস্‌সাম উদ্দীন হামদর সাহেব, মৌলবী সিরাজুল ইছলাম ভূঞা সাহেব।

নিম্নলিখিত বন্ধুগণ হইতে আংশিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। আশা করি তাঁহারা সত্বর তাঁহাদের অবশিষ্ট চাঁদা আদায় করিয়া দিবেন।

মিসেস তাহেরা খাতুন, মৌলবী আবদুল জলীল সাহেব, মুন্সি আলতাফ আলী সাহেব।

বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা আহ্‌মদীতে মৌলবী মীর সিদ্দিক আলী সাহেব ও মৌলবী আবদুল জব্বর সাহেবের নাম ভূলক্রমে প্রাপ্তি সংবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এখনও তাঁহাদের চাঁদা পাওয়া যায় নাই। আশা করি এই দুই ভ্রাতা শীঘ্রই তাঁহাদের দেয় চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য** ঃ—আহ্‌মদীর গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অবগত থাকিবেন যে, আগামী ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত যাহাদের চাঁদা অনাদায় থাকে, তাঁহাদের নামে ৩০শে এপ্রিল সংখ্যা আহ্‌মদী ভি, পি, করা হইবে। যাহারা ১৫ই এপ্রিল মধ্যে চাঁদা আদায় করিতে না পারেন তাঁহারা ভি, পি, এর জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। আশা করি কেহই ভি, পি ফেরত দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

## মাসিক রিপোর্ট ও চাঁদা

প্রত্যেক জমাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মহোদয়গণের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা রীতিমত প্রত্যেক মাসের রিপোর্ট ও চাঁদা অত্র আফিসে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। গত বৎসরের বকেয়া চাঁদা থাকিলে তাহাও আদায় করিয়া পাঠাইবেন। কোন কোন জমাত এবিষয়ে অত্যন্ত শিথিল। আশা করি এখন হইতে তাহারা শৈথিল্য পরিহার করিয়া তৎপরতার সহিত কার্য্য করিবেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের সহায় হউন—আমীন।

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া

## হজ্ব যাত্রীর প্রত্যাবর্ত্তন

আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বগুড়া জিলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার খান্ সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব এবার পবিত্র হজ্ব অনুষ্ঠান সম্পাদনেব জন্য পুণ্য ভূমি মক্কাশরীফে গমন করিয়াছিলেন। খোদাতা'লার ফজলে তিনি নিরাপদে হজ্ব সম্পাদন করিয়া ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে 'মোবারকবাদ' জানাইতেছি। খোদাতা'লা তাঁহার এই পবিত্র অনুষ্ঠান তাঁহার নিজের জন্য, তাঁহার পরিবারের জন্য এবং জামাতের জন্য ও দেশের জন্য 'বা-বরকত' করুন—আমীন।

## জেনারেল সেক্রেটারী মহোদয়ের কলিকাতা গমন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজফ্‌ফরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি এ. কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে মাননীয় আমীর মহোদয়ের নির্দ্দেশে ৩০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা গমন করিয়াছেন। খোদাতালা তাঁহার এই কলিকাতা গমন 'মোবারক' করুন—আমীন।

১। আল্লাহ্ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্ তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্ তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ··· এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

## আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
( বেঙ্গল )


## বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া ( এ-বি-আর )


## বিজ্ঞাপনের হার

| | | |
|---|---|---|
| সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা | মাসিক | ১২৲ |
| " অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম | " | ৭৲ |
| " সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম | " | ৪৲ |
| সিকি কলম | " | ২৷৷০ |
| কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা | মাসিক | ২০৲ |
| " " " অর্দ্ধ " | " | ১২৲ |
| " " ৩য় পূর্ণ " | " | ২০৲ |
| " " " অর্দ্ধ " | " | ১২৲ |
| " " ৪র্থ পূর্ণ " | " | ৩০৲ |
| " " " অর্দ্ধ " | " | ১৫৲ |

## বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহমদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

## আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

| নাম | মূল্য |
|---|---|
| Extracts from the Holy Quran ... ... | 12 *as.* |
| Ahmed, His Claims and Teachings ... ... | 8 *as.* |
| The Teachings of Islam | 4 *as.* |
| Islam and its Comparison with other religions | 12 *as.* |
| (Paper bound ... | 8 *as.*) |
| The Imam of the Age ... | 1 *a.* |
| Vindication of the Holy Prophet ... | 2 *as.* |
| The Future Religion of the World ... | 2 *as.* |
| The Message from Heaven | 1 *a.* |
| ধর্ম্ম সমন্বয় ... | ।০ |
| আহমদীয়া মতবাদ ... | ।০ |
| ইমামুজ্জমান ... | ৵০ |
| আহমদ চরিত ... | ।০ |
| চশ্‌মায়ে মসিহ ... | ।০ |
| জজ্‌বাতুল হক ( উর্দ্দু ) ... | ।০ |
| হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ... | ৵০ |
| প্রীতি-সম্ভাষণ ... | ৴০ |
| অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ... | ৲১৫ |
| তহকীক-উদ্দান ... | ৲১০ |
| তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ... | ৲৫ |
| আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ... | ৸০ |

দ্রষ্টব্য—এজেন্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).